দশম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা

শ্লোক ১

শৌনক উবাচ

হত্বা স্বরিক্থস্পৃধ আততায়িনো
যুধিষ্ঠিরো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ।
সহানুজৈঃ প্রত্যবরুদ্ধভোজনঃ
কথং প্রবৃত্তঃ কিমকারষীত্ততঃ ॥ ১ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন; **হত্বা**—হত্যা করার পর; **স্ব-রিক্থ**—ন্যায্য উত্তরাধিকার; **স্পৃধঃ**—অপহরণকারী; **আততায়িনঃ**—আক্রমণকারী; **যুধিষ্ঠিরঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **ধর্ম-ভৃতাম্**—নিষ্ঠা সহকারে ধর্মের অনুশাসন পালনকারী; **বরিষ্ঠঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **সহ-অনুজৈঃ**—তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণসহ; **প্রত্যবরুদ্ধ**—সীমিত; **ভোজনঃ**—ভোগ; **কথম্**—কিভাবে; **প্রবৃত্ত**—প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; **কিম্**—কি; **অকারষীৎ**—সম্পাদন করেছিলেন; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

শৌনক মুনি জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর ন্যায্য উত্তরাধিকার অপহরণকারী এবং নানাপ্রকার অনিষ্ট সাধনকারী শত্রুদিগকে অনুজগণের সহায়তায় বধ করে ধার্মিকাগ্রগণ্য রাজা যুধিষ্ঠির কিভাবে তাঁর রাজ্য শাসন করেছিলেন? অবশ্যই তিনি কুণ্ঠাশূন্য চিত্তে তাঁর রাজ্য ভোগ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

সমস্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠির সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই সাম্রাজ্য ভোগ করার জন্য তিনি তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি ন্যায়সঙ্গত কারণে যুদ্ধ করেছিলেন, কেননা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তিনাপুরের রাজ্য

ছিল তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য, এবং তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতারা তা অন্যায়ভাবে অধিকার করার চেষ্টা করেছিল। তাই তিনি ন্যায়সঙ্গত কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায় যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর বিজয়ের ফল উপভোগ করতে পারেননি, কেননা তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতারা সকলেই সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তিনি কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহায়তায় রাজ্য শাসন করেছিলেন। শৌনক ঋষির এই পরিপ্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যখন সাম্রাজ্য ভোগ করার সুযোগ এসেছিল তখন তিনি কিভাবে আচরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২

সূত উবাচ

বংশং কুরোর্বংশদবাগ্নিনির্হৃতং
সংরোহয়িত্বা ভবভাবনো হরিঃ ।
নিবেশয়িত্বা নিজরাজ্য ঈশ্বরো
যুধিষ্ঠিরং প্রীতমনা বভূব হ ॥ ২ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী উত্তর দিলেন; **বংশম্**—বংশ; **কুরোঃ**—মহারাজ কুরুর; **বংশ-দব-অগ্নি**—বংশের ঘর্ষণে প্রজ্জ্বলিত দাবানল; **নির্হৃতম্**—দগ্ধ; **সংরোহয়িত্বা**—বংশের অঙ্কুর; **ভব-ভাবনঃ**—ভুবনপালক; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **নিবেশয়িত্বা**—পুনরায় সংস্থাপন করে; **নিজ-রাজ্যে**—তাঁর নিজের রাজ্যে; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যুধিষ্ঠিরম্**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে; **প্রীত-মনাঃ**—প্রসন্ন চিত্ত; **বভূব হ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা, ক্রোধাগ্নিরূপ দাবানলে নিঃশেষিত কুরুবংশকে পুনঃস্থাপিত করে এবং যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যে স্থাপন করে প্রসন্ন চিত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই সংসারকে বংশ বা বাঁশের ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন দাবানলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই দাবানল আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে, কেননা কোন রকম বাহ্যিক কারণ ব্যতীতই বাঁশের ঘর্ষণ হয়। তেমনই এই জড় জগতে যারা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব

করতে চায়, তাদের ক্রোধের ফলে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে, এবং অবাঞ্ছিত জনগণ তাতে বিনষ্ট হয়ে যায়। এই প্রকার দাবানলে অথবা যুদ্ধে ভগবানের কিছু করার থাকে না। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর সৃষ্টি পালন করতে চান, তাই তিনি ইচ্ছা করেন যে জনসাধারণ যেন আত্ম-উপলব্ধির আদর্শ পন্থা অনুসরণ করে, যার মাধ্যমে জীব ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারে। ভগবান চান যে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা যেন জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এবং যারা তাঁর সেই পরিকল্পনা বুঝতে পারে না, তারা ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তাই ভগবান চান যেন তাঁর আদর্শ প্রতিনিধি পৃথিবী শাসন করেন। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করার জন্য এবং তাঁর পরিকল্পনার বিরোধী অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সংহার করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেছিলেন। ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যাতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের এই পৃথিবী থেকে বহিষ্কৃত করে তাঁর ভক্তের অধীনে শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং কুরুবংশের অঙ্কুর মহারাজ পরীক্ষিৎ রক্ষা পান, তখন ভগবান পরম সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

নিশম্য ভীষ্মোক্তমথাচ্যুতোক্তং
প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধূতবিভ্রমঃ ।
শশাস গামিন্দ্র ইবাজিতাশ্রয়ঃ
পরিধ্যুপান্তামনুজানুবর্তিতঃ ॥ ৩ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **ভীষ্ম-উক্তম্**—ভীষ্মদেবের উপদেশ; **অথ**—এবং; **অচ্যুত-উক্তম্**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের বাণী; **প্রবৃত্ত**—প্রবৃত্ত হয়ে; **বিজ্ঞান**—পূর্ণ জ্ঞান; **বিধূত**—বিধৌত; **বিভ্রমঃ**—সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **গাম্**—পৃথিবী; **ইন্দ্র ইব**—দেবরাজ ইন্দ্রের মতো; **অজিত-আশ্রয়ঃ**—অজিত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত; **পরিধি-উপান্তাম্**—সাগর সমন্বিত; **অনুজ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ; **অনুবর্তিতঃ**—তাঁরা তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ভীষ্মদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির মোহমুক্ত হয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে তাঁর অনুগামী অনুজগণসহ ইন্দ্রের মতো সসাগরা পৃথিবী পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

আধুনিক ইংরেজ আইনে জ্যেষ্ঠ সন্তানের যে পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের প্রথা রয়েছে তা সসাগরা পৃথিবী শাসনকালে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময়েও প্রচলিত ছিল। সেই সময় এমনকি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিতের সময় পর্যন্ত, হস্তিনাপুরের (আধুনিক দিল্লী) রাজারা সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁর মন্ত্রী এবং রাজ্যের সেনাপতি রূপে রাজকার্য সম্পাদন করছিলেন, এবং রাজা এবং তাঁর ধর্মাত্মা ভ্রাতাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন একজন আদর্শ রাজা অর্থাৎ পৃথিবী শাসন করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। স্বর্গলোকে ভগবানের প্রতিনিধি দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায়। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, বায়ু আদি দেবতারা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে ভগবানের প্রতিনিধি। তেমনই মহারাজ যুধিষ্ঠিরও ছিলেন পৃথিবীর শাসন-কার্যে রত ভগবানের প্রতিনিধি। মহারাজ যুধিষ্ঠির আধুনিক প্রজাতন্ত্রের তমসাচ্ছন্ন রাজনৈতিক নেতাদের মতো ছিলেন না। তিনি ভীষ্মদেব এবং অচ্যুত ভগবানের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই তাঁর সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান ছিল।

আধুনিক যুগের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানেরা কাঠের পুতুলের মতো, কেননা তাদের কোন রাজকীয় শক্তি নেই। তারা যদি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো আত্মতত্ত্ববেত্তা হয়ও, তবুও তারা তাদের সাংবিধানিক পদের জন্য তাদের সদিচ্ছা অনুসারে কোনকিছু করতে পারে না। তাই পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলি তাদের আদর্শের পার্থক্যের জন্য অথবা অন্যান্য স্বার্থপর উদ্দেশ্যের জন্য পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান। কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো একজন রাজার নিজস্ব কোন বিচার-ধারা ছিল না। তিনি কেবল অচ্যুত ভগবান এবং ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি ভীষ্মদেবের উপদেশ পালন করতেন। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কোনরকম ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এবং নিজের মনগড়া মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মহাজন এবং অচ্যুত ভগবানের অনুসরণ করা উচিত। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সমগ্র পৃথিবী শাসন করা সম্ভব ছিল, কেননা যে নীতি তিনি অনুসরণ করছিলেন তা ছিল অভ্রান্ত এবং বিশ্বের সকলের প্রতি প্রযোজ্য। সারা পৃথিবী জুড়ে একটি রাষ্ট্রের ধারণা কেবল তখনই

সফল হতে পারে যখন আমরা অভ্রান্ত মহাজনদের অনুগমন করি। একজন ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ মানুষ কখনও এমন কোন মতবাদ সৃষ্টি করতে পারে না যা সকলের পক্ষে গ্রহণীয়। কেবল একজন পূর্ণ এবং অচ্যুত পুরুষই এমন কার্যক্রম তৈরী করতে পারেন যা পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে প্রযোজ্য এবং সকলেই যা পালন করতে পারে। নির্বিশেষ সরকার কখনও শাসন করে না, শাসন যে করে সে একজন ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিটি যদি আদর্শ এবং অভ্রান্ত হয়, তা হলে সরকার আদর্শ হবে। সেই ব্যক্তিটি যদি মূর্খ হয়, তা হলে সরকার হবে একটি মূর্খের স্বর্গ। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। অযোগ্য রাজা এবং প্রশাসকদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী রয়েছে। তাই রাষ্ট্রপ্রধানকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত, এবং সারা পৃথিবী শাসন করার পূর্ণ ক্ষমতা তার থাকা উচিত। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো আদর্শ রাজার অধীনেই কেবল সারা পৃথিবী জুড়ে একটি রাষ্ট্রের ধারণা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। তখনকার দিনে সারা পৃথিবী সুখী ছিল, কেননা তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো রাজা সারা পৃথিবী শাসন করতেন।

শ্লোক ৪

কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্বকামদুঘা মহী ।
সিষিচুঃ স্ম ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীর্মুদা ॥ ৪ ॥

কামম্—প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ; **ববর্ষ**—বর্ষিত হয়েছিল; **পর্জন্যঃ**—বৃষ্টি; **সর্ব**—সব কিছু; **কাম-দুঘা**—অভীষ্ট প্রদায়িনী; **মহী**—পৃথিবী; **সিষিচুঃ স্ম**—সিক্ত হয়েছিল; **ব্রজান্**—গো-চারণ ভূমি; **গাবঃ**—গাভী; **পয়সা উধস্বতীঃ**—স্ফীত স্তন থেকে; **মুদা**—আনন্দিত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে মেঘরাজি মানুষের প্রয়োজন মতো যথেষ্ট বারিবর্ষণ করত, এবং পৃথিবী মানুষের সমস্ত প্রয়োজনই পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ করত। দুগ্ধবতী প্রফুল্লমনা গাভীদের স্ফীত স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধে গোচারণভূমি সিক্ত হত।

তাৎপর্য

অর্থনৈতিক বিকাশের মৌলিক নীতি ভূমি এবং গাভীর উপর কেন্দ্রীভূত। মানব সমাজের আবশ্যকতাগুলি হচ্ছে খাদ্যশস্য, ফল, দুধ, খনিজ পদার্থ, বস্ত্র, কাষ্ঠ ইত্যাদি।

শরীরের জড় আবশ্যকতাগুলি পূর্তির জন্য এই সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন। মানুষের অবশ্যই মাছ-মাংস অথবা লৌহ যন্ত্রপাতির আবশ্যকতা নেই। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে পৃথিবীর সর্বত্র নিয়মিভাবে বৃষ্টি হত। বৃষ্টিবাদল মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং তিনি হচ্ছেন ভগবানের একজন সেবক। রাজা এবং রাজার অধীনস্থ প্রজারা যখন ভগবানের অনুগামী হন, তখন আকাশ থেকে নিয়মিতভাবে বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টির ফলে জমিতে নানারকম খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। নিয়মিতভাবে বৃষ্টি কেবল শস্য এবং ফলই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদনে সাহায্য করে না, যখন নক্ষত্রের প্রভাবের সঙ্গে তা যুক্ত হয় তখন মূল্যবান মণিরত্ন এবং মুক্তার সৃষ্টি হয়। শস্য এবং শাকসবজি মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি সাধন করতে পারে, এবং সুস্থ গাভী প্রচুর পরিমাণে দুধ দিতে পারে যা মানুষকে যথেষ্ট পরিমাণে বল ও জীবনীশক্তি দান করতে পারে। যথেষ্ট দুধ, যথেষ্ট শস্য, যথেষ্ট ফল, যথেষ্ট তুলা, যথেষ্ট রেশম এবং যথেষ্ট পরিমাণে রত্ন যদি থাকে, তাহলে মানুষের আর চলচ্চিত্র, বেশ্যালয়, কসাইখানা ইত্যাদির কি প্রয়োজন? তখন চলচ্চিত্র, গাড়ি, বেতার, মাংস, হোটেল, ইত্যাদির কৃত্রিম বিলাসময় জীবনেরই বা কি প্রয়োজন? এই সভ্যতা কি মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিবাদ ব্যতীত আর কিছু দিতে পেরেছে? কোন এক বিশেষ ব্যক্তির খামখেয়ালির বশে হাজার হাজার মানুষকে নারকীয় কলকারখানায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে এই সভ্যতা কি সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছে?

এখানে বলা হয়েছে যে গাভীরা তাদের দুধের দ্বারা গোচারণ-ভূমি সিক্ত করত, কেননা তাদের স্তন ছিল দুধে পূর্ণ এবং তারা ছিল আনন্দিত। গোচারণ-ভূমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস খাইয়ে প্রসন্ন জীবন-যাপনের জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণের আবশ্যকতা কি তাদের নেই ? তাহলে মানুষ কেন নিজেদের স্বার্থের জন্য তাদের হত্যা করে? মানুষ কেন শস্য, ফল, এবং দুধ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, যা দিয়ে হাজার রকমের সুস্বাদু খাবার তৈরী করা যায়। অসহায় পশুদের হত্যা করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে কেন কসাইখানা খোলা হয়েছে? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন তাঁর বিশাল রাজ্য পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি দেখেছিলেন যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি একটি গাভীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। রাজা তৎক্ষণাৎ সেই কসাইকে বন্দী করে তাকে যথাযথভাবে দণ্ড দিয়েছিলেন। আত্মরক্ষায় অসমর্থ অসহায় পশুদের জীবন রক্ষা করা কি রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানদের কর্তব্য নয়? এটি কি মানবিকতা? পশুরাও কি দেশের প্রজা নয়? তাহলে কেন সংগঠিত কসাইখানায় তাদের হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে? এগুলি কি সমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং অহিংসার লক্ষণ?

তাই আধুনিক, প্রগতিশীল, সভ্য সরকারের তুলনায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো রাজার রাজতন্ত্র অনেক শ্রেষ্ঠ। তথাকথিত যে গণতন্ত্রে নিরীহ পশুদের হত্যা করা হয়, এবং পশুর থেকেও অধম মানুষেরা ভোট দিয়ে আরেকটি পশুর থেকে ইতর মানুষকে তাদের নেতারূপে নির্বাচন করে, তার তুলনায় আদর্শ রাজার দ্বারা পরিচালিত রাজতন্ত্র অনেক শ্রেষ্ঠ।

আমরা সকলেই জড়াপ্রকৃতির জীব। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান নিজেই বলেছেন যে তিনি হচ্ছেন বীজ প্রদানকারী পিতা এবং জড়াপ্রকৃতি হচ্ছে সমস্ত আকৃতির সমস্ত জীবের মাতা। তাই মাতৃরূপিনী জড়াপ্রকৃতি সর্বশক্তিমান পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পশু এবং মানুষ উভয়েরই জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য দিয়েছেন। মানুষ হচ্ছে অন্য সমস্ত প্রাণীদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। প্রকৃতির মার্গ এবং পরম পিতার ইঙ্গিত বোঝার জন্য তাকে পশুদের থেকে উন্নততর বুদ্ধি প্রদান করা হয়েছে। কেবলমাত্র কৃত্রিম বিলাসিতা এবং ইন্দ্রিয় তর্পণের উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের চেষ্টার মাধ্যমে পৃথিবীকে মিথ্যা লোভ আর ক্ষমতার বিশৃঙ্খলায় না ফেলে জড়াপ্রকৃতির উৎপাদনের উপরেই মানব সভ্যতার নির্ভর করা উচিত।

শ্লোক ৫

নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সবনস্পতিবীরুধঃ ।
ফলন্ত্যোষধয়ঃ সর্বাঃ কামমন্বৃতু তস্য বৈ ॥ ৫ ॥

নদ্যঃ—নদীসমূহ; **সমুদ্রাঃ**—সাগরসমূহ; **গিরয়ঃ**—পাহাড় এবং পর্বত; **সবনস্পতি**—বৃক্ষ সমন্বিত; **বীরুধঃ**—লতাদি; **ফলন্তি**—ফল প্রদান করত; **ওষধয়ঃ**—ওষধি; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **কামম্**—প্রয়োজনাদি; **অন্বৃতু**—ঋতু অনুসারে; **তস্য**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের; **বৈ**—অবশ্যই।

অনুবাদ

নদী, সাগর, বৃক্ষ ও লতা সমন্বিত পর্বতসমূহ, শস্য, ওষধি যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজ্যে প্রতি ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান করত।

তাৎপর্য

যেহেতু মহারাজ যুধিষ্ঠির অজিত ভগবানের সংরক্ষণে ছিলেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই নদী, সমুদ্র, পর্বত, অরণ্য, ইত্যাদি ভগবানের সমস্ত সম্পত্তি

প্রসন্ন ছিল, এবং তারা রাজাকে করস্বরূপ তাদের নিজেদের বরাদ্দ সরবরাহ করত। সাফল্য লাভের রহস্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করা। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কোনকিছুই সম্ভব নয়। যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার দ্বারা আমাদের নিজেদের চেষ্টায় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। সেজন্য পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন প্রয়োজন, তা না হলে সমস্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও সবকিছু ব্যর্থ হবে। সাফল্যের চরম কারণ হচ্ছে দৈব বা পরমেশ্বর ভগবান। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো রাজারা ভালভাবেই জানতেন যে রাজা হচ্ছেন জনসাধারণের কল্যাণের তত্ত্বাবধায়ক ভগবানের প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে রাজ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। নদী, সমুদ্র, অরণ্য, পর্বত, ওষধি ইত্যাদি মানুষের সৃষ্টি নয়। সে সবই ভগবানের সৃষ্টি এবং ভগবানের সেবার জন্য সেগুলি ব্যবহার করার অনুমতি জীবকে দেওয়া হয়েছে। আজকের শ্লোগান বা ধ্বনি হচ্ছে যে সবকিছুই জনগণের, এবং তাই সরকার হচ্ছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনগণের জন্য। কিন্তু এই সময়ে ভগবৎ-চেতনা এবং মানব জীবনের পূর্ণতার ভিত্তিতে ভগবৎ-কেন্দ্রিক সাম্যবাদের আদর্শে নতুন ধরনের মানবতা সৃষ্টি করতে হলে পৃথিবীকে পুনরায় মহারাজ যুধিষ্ঠির অথবা পরীক্ষিতের মতো রাজাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। ভগবানের ইচ্ছায় সবকিছুই প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, এবং মানুষের সঙ্গে অথবা পশুর সঙ্গে অথবা প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুতার সৃষ্টি না করে আমরা সেগুলির যথাযথ সদ্ব্যবহার করে সুখে জীবন যাপন করতে পারি। ভগবানের নিয়ন্ত্রণ সর্বত্রই রয়েছে, এবং ভগবান যদি প্রসন্ন হন, তা হলে প্রকৃতির প্রতিটি প্রান্ত প্রসন্ন হবে। তখন স্থলভাগকে উর্বর করার জন্য প্রচুর জলরাশি নিয়ে নদী প্রবাহিত হবে; সমুদ্র যথেষ্ট পরিমাণে মণিমুক্তা এবং খনিজ সরবরাহ করবে; অরণ্য যথেষ্ট পরিমাণে কাষ্ঠ, ওষধি এবং শাক-সবজি সরবরাহ করবে, এবং ঋতুর পরিবর্তনের ফলে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ফল এবং ফুল উৎপন্ন হবে। কলকারখানা এবং যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে যে কৃত্রিম জীবন-যাপনের পন্থা, তার ফলে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির কঠোর পরিশ্রমে কেবল কয়েকজন মাত্র মানুষ তথাকথিত সুখ ভোগ করতে পারে। যেহেতু জনসাধারণের শক্তি কলকারখানায় উৎপাদনে নিযুক্ত হয়েছে, তাই প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং তার ফলে জনসাধারণ অসুখী। যথাযথভাবে শিক্ষালাভ না করার ফলে জনসাধারণ স্বার্থান্বেষীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রকৃতির সম্ভার শোষণ করছে, এবং তার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভগবানের প্রশিক্ষিত প্রতিনিধির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে আমাদের তুলনামূলকভাবে আধুনিক সভ্যতার দোষগুলি বিচার করতে হবে, এবং মানুষদের শুদ্ধ করার জন্য ও কালের অসঙ্গতি দূর করার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

শ্লোক ৬

নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দৈবভূতাত্মহেতবঃ।
অজাতশত্রাবভবন্ জন্তূনাং রাজ্ঞি কর্হিচিৎ ॥ ৬ ॥

ন—না; **আধয়ঃ**—উৎকণ্ঠা; **ব্যাধয়ঃ**—ব্যাধি; **ক্লেশাঃ**—অত্যধিক শীত ও উষ্ণতা-জনিত কষ্ট; **দৈব-ভূত-আত্ম**—দেহ, দৈব এবং অন্যান্য জীব; **হেতবঃ**—জনিত; **অজাত-শত্রৌ**—যার কোন শত্রু নেই; **অভবন্**—হয়েছিল; **জন্তূনাম্**—জীবদের; **রাজ্ঞি**—রাজাকে; **কর্হিচিৎ**—কখনো।

অনুবাদ

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে কখনো কোন প্রাণীদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ক্লেশ, কোনরকম মনঃকষ্ট, রোগ- যন্ত্রণা এবং শীতোষ্ণাদিজনিত কষ্ট ছিল না।

তাৎপর্য

মানুষের প্রতি অহিংসক এবং নিরীহ পশুদের সংহারক ও শত্রু হওয়ার দর্শন হচ্ছে শয়তানের দর্শন। এই যুগে নিরীহ পশুদের প্রতি শত্রুতা করা হচ্ছে, এবং তাই নিরীহ প্রাণীরা সর্বদাই শঙ্কিত। নিরীহ পশুদের প্রতিক্রিয়া মানব সমাজের উপর সঞ্চারিত হচ্ছে। তার ফলে ব্যক্তিগতভাবে মানুষদের মধ্যে এবং সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডা অথবা উষ্ণ লড়াইয়ের তাপ সর্বদা অনুভূত হচ্ছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময় বিভিন্ন অধীন রাজ্য ছিল, কিন্তু পৃথক পৃথক রাষ্ট্র ছিল না। সারা পৃথিবী ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং যুধিষ্ঠিরের মতো একজন প্রশিক্ষিত রাজা সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার ফলে সমস্ত প্রজারা উৎকণ্ঠা, রোগ, অত্যধিক গরম এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে মুক্ত ছিল। তারা কেবল অর্থনৈতিক দিক দিয়েই সচ্ছল ছিল না, তারা দৈহিক দিক দিয়েও সুস্থ ছিল এবং দৈবশক্তি, অন্যান্য জীবদের শত্রুতা এবং দেহ ও মনের কষ্ট থেকে মুক্ত ছিল। বাংলায় একটি প্রবাদ রয়েছে যে, *রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গৃহ নষ্ট গৃহিণীর দোষে* । সেই সত্যটি এখানেও প্রযোজ্য। যেহেতু রাজা ছিলেন পুণ্যবান এবং ভগবান ও ঋষিদের বাধ্য, যেহেতু তিনি কারও প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন না, এবং যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের একজন আদর্শ প্রতিনিধি, তাই ভগবান তাঁকে রক্ষা করতেন, এবং তাঁর অধীনস্থ সমস্ত প্রজারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন। পুণ্যবান না

হলে এবং ভগবানের স্বীকৃতি লাভ না করলে কেউই তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের সুখী করতে পারে না। যখন মানুষ এবং ভগবানের মধ্যে ও মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা হয়, তখন সেই সহযোগিতার ফলে পৃথিবীতে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির উদয় হয়, যা যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজত্বকালে দেখা গিয়েছিল। পরস্পরকে শোষণ করার প্রবৃত্তি, যা এখনকার রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা কেবল দুঃখকষ্টই নিয়ে আসবে।

শ্লোক ৭

উষিত্বা হাস্তিনপুরে মাসান্ কতিপয়ান্ হরিঃ ।
সুহৃদাঞ্চ বিশোকায় স্বসুশ্চ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭ ॥

উষিত্বা—বাস করে; **হাস্তিনপুরে**—হস্তিনাপুর নগরীতে; **মাসান্ কতিপয়ান্**—কয়েক মাস; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সুহৃদাম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **চ**—ও; **বিশোকায়**—শোক অপনোদনের জন্য; **স্বসুঃ**—ভগিনী; **চ**—এবং; **প্রিয়-কাম্যয়া**—প্রীতি কামনায়।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের শোক অপনোদনের জন্য এবং ভগিনী সুভদ্রার প্রীতি কামনায় শ্রীহরি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কয়েক মাস হস্তিনাপুরে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির মহারাজকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাজ্য দ্বারকার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করছিলেন, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে এবং ভীষ্মদেবের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তিনি পাণ্ডবদের রাজধানী হস্তিনাপুরে অবস্থান করেছিলেন। বিশেষ করে শোকসন্তপ্ত রাজাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং তাঁর ভগিনী সুভদ্রাকে প্রসন্ন করার জন্য ভগবান সেখানে থাকতে মনস্থ করেছিলেন। সুভদ্রাকে বিশেষ করে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কেননা তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র সদ্য বিবাহিত অভিমন্যুকে হারিয়েছিলেন। সেই বালক তাঁর পত্নী, মহারাজ পরীক্ষিতের মাতা উত্তরাকে রেখে গিয়েছিল। ভগবান সর্বদাই যেভাবেই হোক না, কেন তাঁর ভক্তকে সন্তুষ্ট করে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর ভক্তরাই কেবল তাঁর আত্মীয়ের ভূমিকা অবলম্বন করতে পারেন। ভগবান হচ্ছেন পরম তত্ত্ব।

শ্লোক ৮

আমন্ত্র্য চাভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিষজ্যাভিবাদ্য তম্ ।
আরুরোহ রথং কৈশ্চিৎ পরিষক্তোঽভিবাদিতঃ ॥ ৮ ॥

আমন্ত্র্য—অনুমতি গ্রহণ করে; চ—এবং; অভ্যনুজ্ঞাতঃ—অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে; পরিষজ্য—আলিঙ্গন করে; অভিবাদ্য—অভিবাদন করে; তম্—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে; আরুরোহ—আরোহণ করেছিলেন; রথম্—রথে; কৈশ্চিৎ—কারো দ্বারা; পরিষক্তঃ—আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে; অভিবাদিতঃ—অভিবাদিত হয়ে।

অনুবাদ

পরে, পরমেশ্বর ভগবান যাত্রার অনুমতি চাইলেন এবং মহারাজ অনুমতি দিলেন, তখন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং মহারাজ তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। তারপর পরমেশ্বর অন্যান্য সকলেরও আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে এবং তাদের অভিবাদন গ্রহণ করে তাঁর রথে আরোহণ করলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি (পিসতুতো) ভ্রাতা এবং তাই তাঁর থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি রাজার পায়ে প্রণত হয়েছিলেন। রাজা তাঁকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতো আলিঙ্গন করেছিলেন, যদিও তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভক্ত যখন প্রেমের বশে ভগবানকে তাঁর থেকে ছোট বলে মনে করেন, তখন ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। কেউই ভগবানের সমকক্ষ অথবা তাঁর থেকে মহৎ নন, কিন্তু তাঁর ভক্ত যখন তাঁর প্রতি গুরুজনের মতো আচরণ করে তখন তিনি আনন্দিত হন। এ সবই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস। নির্বিশেষবাদীরা কখনো ভগবদ্ভক্তের মতো এই প্রকার অলৌকিক ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে না। তারপর ভীম এবং অর্জুন ভগবানকে আলিঙ্গন করেছিলেন, কেননা তাঁরা ছিলেন তাঁর সমবয়সী। কিন্তু নকুল এবং সহদেব ভগবানের সম্মুখে প্রণত হয়েছিলেন, কেননা তাঁরা ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ।

শ্লোক ৯-১০

সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী বিরাটতনয়া তথা ।
গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রশ্চ যুযুৎসুর্গৌতমো যমৌ ॥ ৯ ॥
বৃকোদরশ্চ ধৌম্যশ্চ স্ত্রিয়ো মৎস্যসুতাদয়ঃ ।
ন সেহিরে বিমুহ্যন্তো বিরহং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ১০ ॥

সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী; **দ্রৌপদী**—পাণ্ডবদের পত্নী; **কুন্তী**—পাণ্ডবদের মাতা; **বিরাট-তনয়া**—বিরাট রাজার কন্যা উত্তরা; **তথা**—ও; **গান্ধারী**—দুর্যোধনের মাতা; **ধৃতরাষ্ট্র**—দুর্যোধনের পিতা, **চ**—এবং; **যুযুৎসুঃ**—ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্য-পত্নীর পুত্র; **গৌতমঃ**—কৃপাচার্য; **যমৌ**—যমজভ্রাতা নকুল এবং সহদেব; **বৃকোদরঃ**—ভীম; **চ**—এবং; **ধৌম্যঃ**—ঋষি ধৌম্য; **চ**—এবং; **স্ত্রিয়ঃ**—প্রাসাদের অন্য মহিলারা; **মৎস্য-সুতা-আদয়ঃ**—ধীবর কন্যা (ভীষ্মদেবের বিমাতা সত্যবতী); **ন**—পারল না; **সেহিরে**—সহ্য করতে; **বিমুহ্যন্তঃ**—মুহ্যমান হয়ে; **বিরহম্**—বিরহে; **শার্ঙ্গ-ধন্বনঃ**—শ্রীকৃষ্ণের, যিনি তাঁর হস্তে শার্ঙ্গধনু ধারণ করেন।

অনুবাদ

তখন সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, কৃপাচার্য, নকুল সহদেব, ভীমসেন, ধৌম্য, এবং সত্যবতী সকলেই শার্ঙ্গধর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করতে না পেরে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবেদের কাছে, বিশেষ করে তাঁর ভক্তদের কাছে এতই আকর্ষণীয় যে তাঁদের পক্ষে তাঁর বিরহ সহ্য করা অসহনীয় হয়ে ওঠে। মায়ার প্রভাবে বদ্ধজীবেরা ভগবানকে ভুলে যায়, তা না হলে তাদের পক্ষে তাঁর বিরহ সহ্য করা সম্ভব নয়। এই বিরহের অনুভূতি বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু ভক্তরাই কেবল তা অনুভব করতে পারেন। বৃন্দাবন এবং সেখানকার সরল গ্রাম্য গোপবালক, বালিকা, মহিলা এবং অন্যান্য সকলে তাঁর বিরহে সারা জীবন গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সবচাইতে প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহ-বেদনা বর্ণনার অতীত। একবার সূর্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে তাঁদের মিলন হয়েছিল, এবং তখন তাঁরা যেভাবে তাঁদের হৃদয়ের অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন তা হৃদয়বিদারক। ভগবানের চিন্ময় ভক্তদের গুণগত পার্থক্য রয়েছে ঠিকই, কিন্তু

একবার যাঁর সরাসরিভাবে অথবা অন্য কোনভাবে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়েছে, তিনি কখনই ক্ষণিকের জন্য তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারে না। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব।

শ্লোক ১১-১২

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥ ১১ ॥
তস্মিন্ন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথম্।
দর্শনস্পর্শসংলাপশয়নাসনভোজনৈঃ ॥ ১২ ॥

সৎ-সঙ্গাৎ—শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে; **মুক্ত-দুঃসঙ্গঃ**—বিষয়ীদের অসৎ সঙ্গ থেকে মুক্ত; **হাতুম্**—ত্যাগ করে; **ন উৎসহতে**—চেষ্টা করেন না; **বুধঃ**—যিনি ভগবানকে জানতে পেরেছেন; **কীর্ত্যমানম্**—মহিমা কীর্তন করে; **যশঃ**—যশ; **যস্য**—যাঁর; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **আকর্ণ্য**—শুনে; **রোচনম্**—মনোহর; **তস্মিন্**—তাঁকে; **ন্যস্ত-ধিয়ঃ**—যিনি তাঁর মন তাঁকে অর্পণ করেছেন; **পার্থাঃ**—পৃথাপুত্র; **সহেরন্**—সহ্য করতে পারেন; **বিরহম্**—বিরহ; **কথম্**—কিভাবে; **দর্শন**—প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করে; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **সংলাপ**—বাক্যালাপ; **শয়ন**—শয়ন; **আসন**—উপবেশন; **ভোজনৈঃ**—একত্রে আহার করে।

অনুবাদ

সাধুসঙ্গ প্রভাবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একবার মাত্র ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার ফলে বিষয়ীর অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা থেকে মুহূর্তের জন্যও নিরস্ত হতে পারেন না; তাহলে পাণ্ডবেরা, যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সর্বদা ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, শয়ন, অবস্থান ও একত্রে আহার করেছিলেন, কি করে তাঁদের পক্ষে তাঁর বিরহ সহ্য করা সম্ভব?

তাৎপর্য

জীবের স্বরূপগত অবস্থা হচ্ছে বরিষ্ঠের সেবা করা। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিভিন্ন স্তরে মোহময়ী জড়া-প্রকৃতির পরিচালনায় তাকে কারো না কারো সেবা করতে বাধ্য হতে হয়। এই ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে সে কখনই শ্রান্ত হয় না। সে যদি শ্রান্ত হয়ও, মায়া তাকে নিরন্তর অতৃপ্তভাবে সেবা করতে বাধ্য করে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির এই প্রয়াসের শেষ হয় না,

এবং বদ্ধ জীব মুক্তির আশা ব্যতিরেকে এইভাবে সেবার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। মুক্তি তখনই সম্ভব হয় যখন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ হয়। এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে ধীরে ধীরে দিব্য চেতনা লাভ হয়। এইভাবে সে জানতে পারে যে তার শাশ্বত বৃত্তি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা; কাম, ক্রোধ বা প্রভুত্ব করার বাসনা ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে বিকৃত ইন্দ্রিয়ের সেবা করা নয়। জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেম এই সবই কামের বিভিন্ন অবস্থা। গৃহ, দেশ, পরিবার, সমাজ, ধন এবং অন্য সমস্ত বস্তু জড় জগতের বন্ধনের কারণ, যেখানে ত্রিতাপ-ক্লেশ অবশ্যম্ভাবীরূপে সহবিদ্যমান। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার ফলে এবং বিনীতভাবে তাঁদের কাছ থেকে শ্রবণ করার ফলে জড় সুখভোগের আসক্তি শিথিল হয়, এবং ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার স্পৃহা বর্ধিত হয়। একবার এই আর্কষণ উৎপন্ন হলে অবিরতভাবে তা বর্ধিত হতে থাকে, ঠিক বারুদে অগ্নি সংযোগের মতো। কথিত হয়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এতই আকর্ষণীয় যে আত্ম-উপলব্ধির ফলে যাঁরা আত্মারাম হয়েছেন এবং যাঁরা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জড়-বন্ধন থেকে মুক্ত, তাঁরাও ভগবানের ভক্তে পরিণত হন। এইভাবে সহজেই বোঝা যায় ভগবানের নিত্য সহচর পাণ্ডবদের স্থিতি কিরকম ছিল। নিরন্তর ভগবানের ব্যক্তিগত সংস্পর্শের ফলে ভগবানের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ এতই গভীর ছিল যে তাঁরা ভগবানের বিচ্ছেদের কথা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারতেন না। শুদ্ধ ভক্তের কাছে ভগবানের রূপ, গুণ, নাম, যশ, কার্যকলাপ আদি স্মরণ এতই আকর্ষণীয় যে তিনি জড় জগতের সমস্ত রূপ, গুণ, নাম, যশ, কার্যকলাপের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান, এবং শুদ্ধ ভক্তের পরিণত সঙ্গ প্রভাবে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানের সঙ্গচ্যুত হন না।

শ্লোক ১৩

সর্বে তেঽনিমিষৈরক্ষৈস্তমনুদ্রুতচেতসঃ।
বীক্ষন্তঃ স্নেহসংবদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ ॥ ১৩ ॥

সর্বে—সকলে; **তে**—তারা; **অনিমিষৈঃ**—পলকহীন; **অক্ষৈঃ**—নেত্রে; **তম্ অনু**—তাঁর জন্য; **দ্রুত-চেতসঃ**—বিগলিত হৃদয়; **বীক্ষন্তঃ**—দর্শন করে; **স্নেহ-সম্বদ্ধাঃ**—শুদ্ধ স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ; **বিচেলুঃ**—গমন করতে লাগলেন; **তত্র তত্র**—সেই সেই স্থানে; **হ**—যথার্থই।

অনুবাদ

তাঁদের সকলের হৃদয় স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে বিগলিত হচ্ছিল। তাঁরা অপলক নেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছিলেন, এবং হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত জীবের পক্ষে আকর্ষণীয়, কেননা তিনি সমস্ত নিত্য বস্তুর মধ্যে পরম নিত্য। একমাত্র তিনিই সমস্ত নিত্যদের পালনকর্তা। সে কথা *কঠোপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে ভগবানের মায়ার প্রভাবে তাঁর সঙ্গে শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে যে জীব সে পুনরায় নিত্য সম্পর্কে যুক্ত হয়ে শাশ্বত শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। একবার এই সম্পর্ক যদি অল্পমাত্রায়ও জাগরিত হয়, তা হলে জীব তৎক্ষণাৎ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং ভগবানের সঙ্গ লাভের জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এই সম্পর্ক কেবল ভগবানের ব্যক্তিগত সঙ্গ প্রভাবেই হয় না, উপরন্তু তাঁর নাম, যশ, রূপ এবং গুণের সঙ্গ প্রভাবেও সম্ভব হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* বদ্ধজীবদের শুদ্ধ ভক্তের কাছে বিনীতভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার শিক্ষা দেয়।

শ্লোক ১৪

ন্যরুন্ধন্মুদ্গলদ্বাষ্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে ।
নির্যাত্যগারান্নোঽভদ্রমিতি স্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ন্যরুন্ধন্—বহু কষ্টে সংযত করে; **উদ্গলৎ**—প্লাবিত; **বাষ্পম্**—অশ্রু; **ঔৎকণ্ঠ্যাৎ**—অতিশয় উদ্বেগের ফলে; **দেবকী-সুতে**—দেবকীর পুত্রের প্রতি; **নির্যাতি**—নির্গত হলেন; **অগারাৎ**—প্রাসাদ থেকে; **নঃ**—না; **অভদ্রম্**—অমঙ্গল; **ইতি**—এইভাবে; **স্যাৎ**—হতে পারে; **বান্ধব**—আত্মীয়-স্বজন; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাসাদ থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন অতিশয় উৎকণ্ঠা হেতু আত্মীয় রমণীগণের নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হয়েছিল; কিন্তু যাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণের যাতে কোনরকম অমঙ্গল না হয়, সেইজন্য তাঁরা বহু কষ্টে তাঁদের বিগলিত অশ্রু সংবরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে শত শত মহিলা ছিলেন. তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত। তাঁরা সকলে তাঁর আত্মীয়ও ছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা তাঁর জন্য অত্যন্ত শোকাকুল হয়েছিলেন, এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। তাঁরা তখন মনে করেছিলেন যে তাঁদের সেই অশ্রু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অমঙ্গলসূচক হতে পারে, তাই তাঁরা তাঁদের অশ্রু সংবরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই অবিরল অশ্রুধারা সংবরণ করা তাঁদের পক্ষে তখন কঠিন হয়েছিল। তাই তাঁরা তাঁদের চোখের জল মুছেছিলেন এবং তাঁদের হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, তাঁদের স্ত্রী এবং পুত্রবধূরা সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসতে পারেননি, কিন্তু তাঁরা সকলে তাঁর মহান কার্যকলাপের বিষয়ে শুনেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা তাঁর বিষয়ে চিন্তা করতেন, তাঁর নাম, যশ ইত্যাদির কথা বলতেন এবং এইভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদেরই মতো তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। তাই যিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা বলেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনি তাঁর প্রতি আসক্ত হন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম তত্ত্ব, তাই তাঁর নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্তন করার ফলে, শ্রবণ করার ফলে অথবা তাঁকে স্মরণ করার ফলে তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করা যায়। চিন্ময় শক্তির প্রভাবেই তা সম্ভব।

শ্লোক ১৫

মৃদঙ্গশঙ্খভের্যশ্চ বীণাপণবগোমুখাঃ ।
ধুন্ধুর্যানকঘণ্টাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়স্তথা ॥ ১৫ ॥

মৃদঙ্গ—মৃদঙ্গ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **ভের্যঃ**—ভেরী; **চ**—এবং; **বীণা**—বীণা; **পণব**—একপ্রকার বংশী; **গোমুখাঃ**—আরেক প্রকার বংশী; **ধুন্ধুরী**—ঢোল; **আনক**—বড় ঢাক; **ঘণ্টা**—ঘণ্টা; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **নেদুঃ**—বাজাতে লাগল; **দুন্দুভয়ঃ**—ছোট ঢাক; **তথা**—তখন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ, নাগড়া, ধুন্ধুরী, আনক, দুন্দুভি এবং নানা রকমের বাঁশি, বীণা, গোমুখ ও ভেরী আদি সমস্ত বাদ্যযন্ত্র এক সাথে বাজতে লাগল।

শ্লোক ১৬

প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ কুরুনার্যো দিদৃক্ষয়া ।
ববৃষুঃ কুসুমৈঃ কৃষ্ণং প্রেমব্রীড়াস্মিতেক্ষণাঃ ॥ ১৬ ॥

প্রাসাদ—রাজপ্রাসাদ; **শিখর**—চূড়া; **আরূঢ়া**—আরোহণ করে; **কুরু-নার্যঃ**—কুরুরাজবংশীয় রমণীগণ; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শন করার জন্য; **ববৃষুঃ**—বর্ষণ করেছিলেন; **কুসুমৈঃ**—পুষ্পরাজি; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণের উপর; **প্রেম**—অনুরাগ; **ব্রীড়া-স্মিত-ঈক্ষণ**—লজ্জাভরে ঈষৎ হাস্যযুক্ত নয়নে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার বাসনায় কুরুরাজবংশীয় ললনাগণ প্রাসাদ-শীর্ষে আরোহণ করে অনুরাগ ও লজ্জাভরে স্মিতহাস্যযুক্ত নয়নে তাঁকে দর্শন করতে করতে তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

লজ্জা স্ত্রীলোকদের পক্ষে একটি বিশেষ চারিত্রিক সৌন্দর্য, এবং তার ফলে তারা পুরুষদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। মহাভারতের সময়ও, অর্থাৎ পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। যে সমস্ত নির্বোধ ব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত নয়, তারাই বলে যে পুরুষদের থেকে স্ত্রীলোকেদের পৃথক রাখার প্রথা ভারতে মুসলমানদের আগমনের সময় থেকে প্রচলিত হয়েছে। মহাভারতের এই ঘটনা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে রাজপ্রাসাদের রমণীরা কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা (পুরুষের সঙ্গ থেকে দূরে থাকা) অবলম্বন করে চলতেন, এবং উন্মুক্ত স্থানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য সকলে সমবেত হয়েছিলেন, সেখানে না এসে তাঁরা প্রাসাদের ছাদে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রমণীরা প্রাসাদের ছাদের উপর, দাঁড়িয়ে হাসছিলেন এবং লজ্জিতভাবে সেই হাসি সংবরণ করার চেষ্টা

করছিলেন। এই লজ্জা স্ত্রীলোকদের কাছে প্রকৃতির দান, উচ্চ কুলোদ্ভূত বা সুন্দর না হলেও এই লজ্জা তাদের সৌন্দর্য এবং সম্মান বৃদ্ধি করে থাকে। এই বিষয়ে আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। একজন মেথরানী স্ত্রীসুলভ লজ্জার ফলে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। রাস্তায় বিচরণশীল অর্ধনগ্ন মহিলারা মানুষের শ্রদ্ধাভাজন হয় না, কিন্তু একজন মেথরের লজ্জাশীলা পত্নী সকলের সম্মান লাভ করে।

ভারতের ঋষিগণ প্রবর্তিত মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা। স্ত্রীর জড় দেহের সৌন্দর্য মায়িক, কেননা সেই দেহটি প্রকৃতপক্ষে মাটি, জল, আগুন, বায়ু ইত্যাদি দিয়ে রচিত। কিন্তু যেহেতু জড় পদার্থের সঙ্গে চিৎ-স্ফুলিঙ্গের সংযোগ রয়েছে, তাই তা সুন্দর বলে মনে হয়। মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য একটি মাটির পুতুলকে যত সুন্দরভাবেই তৈরী করা হোক না কেন, তার প্রতি কেউই আকৃষ্ট হয় না। মৃতদেহের কোন সৌন্দর্য নেই, এবং তথাকথিত সুন্দরী রমণীর মৃতদেহও কেউ গ্রহণ করবে না। তা থেকে বোঝা যায় যে চিৎ-স্ফুলিঙ্গটি হচ্ছে সুন্দর, এবং আত্মার এই সৌন্দর্যের জন্যই মানুষ দেহের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই বৈদিক জ্ঞান মিথ্যা সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে নিষেধ করে। কিন্তু যেহেতু আমরা অবিদ্যার অন্ধকারে এখন আচ্ছন্ন, তাই বৈদিক সভ্যতা অত্যন্ত কঠোরতার মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মেলামেশা অনুমোদন করে। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে স্ত্রী হচ্ছে আগুনের মতো, এবং পুরুষ হচ্ছে মাখনের মতো। আগুনের সান্নিধ্যে এলে মাখন গলতে বাধ্য, এবং তাই যখন প্রয়োজন কেবল তখনই তারা একত্রিত হতে পারে। লজ্জা এই অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশা নিবৃত্ত করে। এটি প্রকৃতির একটি দান এবং তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ১৭

সিতাতপত্রং জগ্রাহ মুক্তাদামবিভূষিতম্ ।
রত্নদণ্ডং গুড়াকেশঃ প্রিয়ঃ প্রিয়তমস্য হ ॥ ১৭ ॥

সিত-আতপত্রম্—শ্বেতছত্র; **জগ্রাহ**—গ্রহণ করে; **মুক্তাদাম**—মুক্তাবলী; **বিভূষিতম্**—বিভূষিত; **রত্ন-দণ্ডম্**—রত্ন নির্মিত দণ্ডযুক্ত; **গুড়াকেশঃ**—সুদক্ষ যোদ্ধা বা জিতনিদ্র অর্জুন; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়সখা অর্জুন; **প্রিয়তমস্য**—প্রিয়তমের; **হ**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

সেই সময়ে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ সখা মহাযোদ্ধা এবং জিতনিদ্র অর্জুন প্রিয়তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে মুক্তামালামণ্ডিত ও রত্ননির্মিত দণ্ডযুক্ত শ্বেতছত্র ধারণ করলেন।

তাৎপর্য

প্রাচুর্যপূর্ণ রাজসিক উৎসবগুলিতে সোনা, রত্ন, মুক্তা এবং মূল্যবান পাথর ব্যবহার করা হত। সে সবই হচ্ছে প্রকৃতির দান, এবং মানুষ যখন প্রয়োজনের নামে অবাঞ্ছিত বস্তু উৎপাদনে তাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করে না, তখন ভগবানের আদেশে পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি সেগুলি উৎপাদন করে। কলকারখানার মাধ্যমে তথাকথিত উন্নতির দ্বারা তারা এখন সোনা, রূপা, পিতল, তামা ইত্যাদি ধাতুর পরিবর্তে কৃত্রিম পদার্থের তৈরী বাসন ব্যবহার করছে। তারা মাখনের পরিবর্তে মার্গারিন ব্যবহার করছে, শহরের এক-চতুর্থাংশ মানুষ আশ্রয়বিহীন হয়ে জীবন যাপন করছে।

শ্লোক ১৮

উদ্ধবঃ সাত্যকিশ্চৈব ব্যজনে পরমাদ্ভুতে ।
বিকীর্যমাণঃ কুসুমৈ রেজে মধুপতিঃ পথি ॥ ১৮ ॥

উদ্ধবঃ—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য দেবভাগের পুত্র; **সাত্যকিঃ**—যদুবংশীয় সত্যকের পুত্র এবং তাঁর সারথি; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **ব্যজনে**—চামর ব্যজন করছিলেন; **পরম-অদ্ভুতে**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **বিকীর্যমাণঃ**—পরিবৃত; **কুসুমৈঃ**—পুষ্পসমূহ; **রেজে**—অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পেতে লাগলেন; **মধু-পতি**—মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ; **পথি**—পথে।

অনুবাদ

উদ্ধব ও সাত্যকি অতি চমকপ্রদ চামর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে ব্যজন করতে লাগলেন, এবং মধুপতিরূপে পরমেশ্বর ভগবান কুসুমাকীর্ণ আসনে উপবিষ্ট হয়ে পথ চলতে চলতে তাঁদের নির্দেশ দিতে লাগলেন।

শ্লোক ১৯

অশ্রূয়ন্তাশিষঃ সত্যাস্তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ ।
নানুরূপানুরূপাশ্চ নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অশ্রূয়ন্ত—শোনা যেতে লাগল; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **সত্যাঃ**—সত্য; **তত্র তত্র**—সর্বত্র; **দ্বিজ-ঈরিতাঃ**—বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উচ্চারিত; **ন অনুরূপ**—অনুপযুক্ত; **অনুরূপাঃ**—উপযুক্ত; **চ**—ও; **নির্গুণস্য**—নির্গুণ ভগবানের; **গুণ-আত্মনঃ**—নররূপে লীলা অভিনয়কারী।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উচ্চারিত আশীর্বাদ-ধ্বনি সর্বত্র শোনা যেতে লাগল। ত্রিগুণাতীত পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার আশীর্বাদ যদিও অনুপযুক্ত, কিন্তু নররূপে লীলা অভিনয়কারী ভগবানের প্রতি ব্রাহ্মণদের এই আশীর্বাদ উপযুক্তই হয়েছিল।

তাৎপর্য

স্থানে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদসূচক বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। একদিক দিয়ে এই আশীর্বাদ উপযুক্ত ছিল, কেননা ভগবান মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাতিভ্রাতা (মামাতো ভাই) রূপে একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলাবিলাস করছিলেন। কিন্তু আরেক দিক দিয়ে সেটি অনুপযুক্ত ছিল, কেননা ভগবান হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং কোন রকম জড়জাগতিক সম্পর্কের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি নির্গুণ, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কোন জড় গুণ নেই, কিন্তু তিনি চিন্ময় গুণে পূর্ণ। চিজ্জগতে কোন বিরুদ্ধ ভাব নেই, কিন্তু এই আপেক্ষিক জগতে সব কিছুরই বিপরীত ভাব রয়েছে। আপেক্ষিক জগতে সাদা হচ্ছে কালো ধারণার বিপরীত, কিন্তু চিজ্জগতে সাদা এবং কালোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করছিলেন তা বিসদৃশ বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু যখন পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ হয় তখন তা সমস্ত বিরোধ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময়ত্বে পর্যবসিত হয়। একটি উদাহরণের দ্বারা এই ধারণাটি আরও স্পষ্ট করা যায়। কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণকে চোর বলা হয়। তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তিনি একজন মাখন চোররূপে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর বাল্যলীলায় তিনি বৃন্দাবনের প্রতিবেশীদের গৃহ থেকে মাখন চুরি করতেন। তখন থেকে তিনি একজন চোর বলে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু একজন চোররূপে

প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি সেই চোররূপেই পূজিত হন; কিন্তু জড় জগতে কখনও কোন চোরের প্রশংসা করা হয় না, পক্ষান্তরে তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর বেলায় সব কিছুই প্রযোজ্য, এবং সমস্ত বিরুদ্ধ ভাব সত্ত্বেও তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ২০

অন্যোন্যমাসীৎসংজল্প উত্তমশ্লোকচেতসাম্ ।
কৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণাং সর্বশ্রুতিমনোহরঃ ॥ ২০ ॥

অন্যোন্যম্—পরস্পরের মধ্যে; **আসীৎ**—ছিল; **সঞ্জল্পঃ**—আলোচনা; **উত্তম-শ্লোক**—উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান; **চেতসাম্**—মগ্নচিত্ত; **কৌরব-ইন্দ্র**—কুরুবংশীয় রাজা; **পুর**—রাজধানী; **স্ত্রীণাম্**—রমণীগণ; **সর্ব**—সকলে; **শ্রুতি**—বেদ; **মনঃ-হরঃ**—মনোরম।

অনুবাদ

উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে কুরু-কুলরমণীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের এই আলোচনা বৈদিক মন্ত্রের চেয়েও অধিক আকর্ষণীয় হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। প্রকৃতপক্ষে *বেদ, রামায়ণ, মহাভারত* আদি শাস্ত্রে ভগবানের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। তাই কুরুবংশীয় রাজাদের রাজধানীর প্রাসাদের ছাদে কুলরমণীরা ভগবানের সম্বন্ধে যে আলোচনা করছিলেন তা বৈদিক মন্ত্রের থেকেও শ্রুতিমধুর ছিল। ভগবানের মহিমা কীর্তন করে যা কিছুই গাওয়া হয়, সে সবই শ্রুতিমন্ত্র। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একজন আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুর সরল বাংলা ভাষায় যে সমস্ত সঙ্গীত রচনা করেছেন, সে সম্বন্ধে সেই সম্প্রদায়ের আরেকজন আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে সেগুলি হচ্ছে বৈদিক মন্ত্র। তার কারণ হচ্ছে তার বিষয়বস্তু। বিষয়টি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, কোন্ ভাষায় রচিত তা দিয়ে কিছু যায় আসে না। ভগবানের কার্যকলাপের চিন্তায় মগ্ন সেই সমস্ত পুরনারীরা ভগবানের কৃপায় বৈদিক বাণীর চেতনায় বিকশিত হয়েছিলেন। তাই যদিও সেই

সমস্ত রমণীরা সংস্কৃত ভাষায় অথবা অন্যান্য দিক দিয়ে মহাপণ্ডিত ছিলেন না, তবুও তাঁরা যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তা ছিল বৈদিক মন্ত্রের থেকেও অধিক আকর্ষণীয়। *উপনিষদের* মন্ত্র কখনো কখনো পরোক্ষভাবে ভগবানকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু সেই মহিলারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের কথা আলোচনা করছিলেন, এবং তাই তা অধিক হৃদয়গ্রাহী ছিল। অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাণী থেকেও সেই সমস্ত রমণীদের আলোচনা অধিক মহত্ত্বপূর্ণ ছিল।

শ্লোক ২১

স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো
য এক আসীদবিশেষ আত্মনি।
অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে
নিমীলিতাত্মন্নিশি সুপ্তশক্তিষু ॥ ২১ ॥

সঃ—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ); **বৈ**—স্মরণে; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **অয়ম্**—এই; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরাতনঃ**—আদি; **যঃ**—যিনি; **একঃ**—একক; **আসীৎ**—ছিলেন; **অবিশেষঃ**—অব্যক্ত; **আত্মনি**—নিজরূপে; **অগ্রে**—সৃষ্টির পূর্বে; **গুণেভ্যঃ**—প্রকৃতির গুণ থেকে; **জগৎ-আত্মনি**—পরমাত্মায়; **ঈশ্বরে**—পরমেশ্বর ভগবানে; **নিমীলিত**—লীন হয়েছিল; **আত্মন্**—জীব; **নিশি সুপ্ত**—রাত্রে নিষ্ক্রিয়; **শক্তিষু**—শক্তিসমূহ।

অনুবাদ

তাঁরা বলেছিলেন—ইনিই সেই আদি পুরুষোত্তম ভগবান, যাঁর কথা আমরা স্মরণ করে থাকি। প্রকৃতির গুণসমূহ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে তিনিই কেবলমাত্র বিরাজমান ছিলেন, এবং যেহেতু তিনিই পরমেশ্বর ভগবান, তাই কেবলমাত্র তাঁরই মধ্যে নিশাকালে নিদ্রা যাওয়ার মতো সমস্ত জীব শক্তিরহিত হয়ে লীন হয়ে যায়।

তাৎপর্য

নিখিল সৃষ্টিতে দুই প্রকার প্রলয় হয়। ৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের পর কোন বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ব্রহ্মা যখন নিদ্রা যান তখন এক প্রকার প্রলয় হয়। আর ব্রহ্মার শতবর্ষ পূর্ণ হলে, তাঁর জীবনের অন্তে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ প্রলয় হয়। আমাদের গণনায় ব্রহ্মার শত বর্ষ হচ্ছে ৮৬৪,০০,০০,০০০, x ৩০x ১২x ১০০ সৌর বৎসর। উভয় প্রলয়ের সময়েই মহত্তত্ত্ব নামক জড়া শক্তি এবং জীব-তত্ত্ব

নামক তটস্থা শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গে লীন হয়ে যায়। পুনরায় জড় জগৎ সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত জীবেরা ভগবানের শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এইভাবে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য চলতে থাকে।

ভগবানের দ্বারা সক্রিয় হওয়ার পর প্রকৃতি তিনটি গুণের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়, এবং তাই এখানে বলা হয়েছে যে প্রকৃতির গুণ সক্রিয় হওয়ার পূর্বে ভগবান বিরাজমান ছিলেন। *শ্রুতি-মন্ত্রে* বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুই কেবল সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, এবং তখন ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য দেবতারা ছিলেন না। বিষ্ণু বলতে এখানে কারণ-সমুদ্রে শায়িত মহাবিষ্ণুকে বোঝানো হয়েছে। তাঁর নিঃশ্বাসের ফলে বীজরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এবং ধীরে ধীরে তা অসংখ্য গ্রহ সমন্বিত বিরাট রূপ ধারণ করে। অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ থেকে যেমন অসংখ্য বৃক্ষের বিকাশ হয়, ঠিক তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের বীজ থেকে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হয়।

এই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, যাঁর সম্বন্ধে বর্ণনা করে *ব্রহ্ম-সংহিতায়* বলা হয়েছে যে—"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর অংশ হচ্ছেন মহাবিষ্ণু। যাঁর অপ্রাকৃত শরীরের রোমকূপ থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক ব্রহ্মাগণ কেবল তাঁর নিঃশ্বাসের কাল অবধি জীবিত থাকেন।" *(ব্রহ্ম-সংহিতা ৫/৫৮)*

এইভাবে গোবিন্দ বা কৃষ্ণ হচ্ছেন মহাবিষ্ণুরও কারণস্বরূপ। সেই বৈদিক তত্ত্ব আলোচনারত সমস্ত কুলরমণীরা অবশ্যই মহাজনদের কাছ থেকে সে কথা শুনেছিলেন। মহাজনদের কাছে শ্রবণ করাই হচ্ছে চিন্ময় বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার একমাত্র উপায়। এর কোন বিকল্প নেই।

ব্রহ্মার শতবর্ষের সমাপ্তিতে জীবেরা আপনা থেকেই মহাবিষ্ণুর শরীরে লীন হয়ে যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জীবেরা তাদের সত্তা হারিয়ে ফেলে। তাদের সত্তা বর্তমান থাকে, এবং ভগবানের ইচ্ছায় যখন আবার সৃষ্টি হয় তখন সমস্ত সুপ্ত নিষ্ক্রিয় জীবেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব জীবনের কার্যকলাপ অনুসারে পুনরায় সক্রিয় হওয়ার জন্য ছাড়া পায়। একে বলা হয় *সুপ্তোত্থিত ন্যায়,* অর্থাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে পুনরায় তাদের স্ব-স্ব কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত হয়। মানুষ যখন রাত্রি-বেলায় নিদ্রা যায় তখন সে ভুলে যায় সে কে, তার কর্তব্য কি; কিন্তু ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরই তার মনে পড়ে যায় তাকে কি করতে হবে এবং এইভাবে সে তার কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। জীবেরাও প্রলয়ের সময় মহাবিষ্ণুর শরীরে লীন হয়ে যায়,

কিন্তু অন্য আরেকটি সৃষ্টিতে জেগে ওঠা মাত্রই তারা তাদের অসমাপ্ত কার্য শুরু করে। সে কথাও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৮/১৮-২০) প্রতিপন্ন হয়েছে।

সৃজনাত্মক শক্তি সক্রিয় হওয়ার পূর্বে ভগবান বর্তমান ছিলেন। ভগবান জড়া প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হননি। তাঁর শরীর পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং তাঁর শরীর এবং তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সৃষ্টির পূর্বে ভগবান তাঁর এক এবং অদ্বিতীয় পরম ধামে ছিলেন।

শ্লোক ২২

স এব ভূয়ো নিজবীর্যচোদিতাং
স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্ ।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; **এব**—এইভাবে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **নিজ**—নিজের; **বীর্য**—শক্তি; **চোদিতাম্**—অনুষ্ঠান; **স্ব**—নিজের; **জীব**—জীব; **মায়াম্**—বহিরঙ্গা শক্তি; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতিকে; **সিসৃক্ষতীম্**—পুনরায় সৃষ্টি করার সময়; **অনাম**—জড় উপাধিশূন্য; **রূপ-আত্মনি**—আত্মার রূপ; **রূপ-নামনী**—নাম এবং রূপ; **বিধিৎসমানঃ**—দান করতে ইচ্ছা করে; **অনুসসার**—অর্পণ করেন; **শাস্ত্র-কৃৎ**—শাস্ত্রপ্রণেতা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান পুনরায় তাঁর বিভিন্ন অংশস্বরূপ জীবদের নাম এবং রূপ প্রদান করার বাসনায়, জড়া প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে তাদের ন্যস্ত করেন। তাঁরই শক্তির প্রভাবে, জড়া প্রকৃতি পুনরায় সৃষ্টি করার শক্তি অর্জন করেন। জীবকুলের কর্তব্য-কর্মাদি বিধান করবার উদ্দেশ্যে তিনিই শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেন।

তাৎপর্য

জীবেরা হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তারা দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত এবং নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীবেরা শাশ্বত মুক্ত-আত্মা, এবং তাঁরা নিত্যকাল জড় জগতের অতীত ভগবানের দিব্য ধামে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে প্রেমের আদান-প্রদানে মগ্ন। কিন্তু নিত্যবদ্ধ জীবেরা তাদের পরম পিতা ভগবানের প্রতি তাদের বিদ্রোহী মনোভাব সংশোধন করার জন্য ভগবানের

বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়ার হস্তে অর্পিত হয়েছে। নিত্যবদ্ধ জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা নিত্যকাল ধরে ভুলে আছে। তারা মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের জড় পদার্থ থেকে উৎপন্ন বলে মনে করছে, এবং তার ফলে তারা জড় জগতে সুখী হওয়ার নানারকম পরিকল্পনায় অত্যন্ত ব্যস্ত। তারা মহাসুখে পরিকল্পনা করে চলে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় উপরোক্ত বিশেষ সময়ের অন্তে পরিকল্পনা সমেত সমস্ত পরিকল্পনাকারীরা লয় হয়ে যায়। সে কথা প্রতিপন্ন করে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—"হে কৌন্তেয়! কল্পান্তে সমস্ত জীবেরা আমার প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়, এবং যখন পুনরায় সৃষ্টি করার সময় আসে, তখন আমি আমার বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টিকার্য শুরু করি।" (*ভঃ গীঃ* ৯/৭)

ভূয়ঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে বারবার, অর্থাৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পন্থা নিরন্তর চলছে। তিনিই সব কিছুর পরম কারণ। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাদের মধুর সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়ে ভগবানের যে সমস্ত বিভিন্ন অংশস্বরূপ জীবেরা রয়েছে, তাদের পুনরায় বহিরঙ্গা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। তাদের (জীবদের) চেতনা জাগ্রত করার জন্য ভগবান প্রামাণিক শাস্ত্রও সৃষ্টি করেন। বৈদিক শাস্ত্র বদ্ধ জীবদের পথ প্রদর্শন করে যাতে তারা জড় জগৎ এবং জড় শরীরের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের চক্র থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, "এই সৃষ্ট জগৎ এবং জড় শক্তি আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রকৃতির প্রভাবে আপনা থেকেই পুনঃ পুনঃ তার সৃষ্টি হয়, এবং তা সম্পাদিত হয় আমার বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে।"

প্রকৃতপক্ষে চিৎ-স্ফুলিঙ্গরূপে জীবদের কোন জড় নাম বা রূপ নেই। কিন্তু জড় রূপ ও নাম সমন্বিত জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্যের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাদের একটি সুযোগ দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে শাস্ত্রের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত স্থিতি অবগত হওয়ারও সুযোগ দেওয়া হয়। আত্ম-বিস্মৃত মূর্খ জীবেরা সর্বদাই ভ্রান্ত রূপ এবং নাম নিয়ে ব্যস্ত। আধুনিক জাতীয়তাবাদ এই প্রকার ভ্রান্ত নাম এবং ভ্রান্ত রূপের চরম পরিণতি। মানুষেরা ভ্রান্ত নাম এবং রূপের জন্য মত্ত। কোন বিশেষ অবস্থায় লব্ধ শরীর এবং নামের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে বদ্ধ জীবেরা নানা রকম মতবাদ সৃষ্টি করে তাদের শক্তির অপচয় করছে। শাস্ত্র কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সমস্ত তথ্য সরবরাহ করছে, কিন্তু বিভিন্ন স্থান এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট সেই সমস্ত শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অনিচ্ছুক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* হচ্ছে

সমস্ত জীবের পথ-প্রদর্শক, কিন্তু মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করতে চায় না। যাঁরা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* সিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁদের জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের বিষয়। দুর্ভাগ্যবশত মানুষের এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি রুচি নেই, এবং তাই তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়ার জন্য মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

শ্লোক ২৩

স বা অয়ং যৎ পদমত্র সূরয়ো
জিতেন্দ্রিয়া নির্জিতমাতরিশ্বনঃ।
পশ্যন্তি ভক্ত্যুৎকলিতামলাত্মনা
নন্বেষ সত্ত্বং পরিমার্ষ্টুমর্হতি ॥ ২৩ ॥

সঃ—তিনি; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—এই; **যৎ**—যা; **পদম্-অত্র**—ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ; **সূরয়ঃ**—মহান ভক্তগণ; **জিত-ইন্দ্রিয়াঃ**—যাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি জয় করেছেন; **নির্জিত**—সম্পূর্ণরূপে সংযত; **মাতরিশ্বনঃ**—জীবন; **পশ্যন্তি**—দর্শন করতে পারেন; **ভক্তি**—ভক্তির দ্বারা; **উৎকলিত**—বিকশিত; **অমল-আত্মনা**—নির্মল চিত্ত; **ননু এষঃ**—কেবল এইভাবেই; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **পরিমার্ষ্টুম্**—মন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করার জন্য; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর অপ্রাকৃত রূপ জিতেন্দ্রিয় সংযত-চিত্ত অমলাত্মা মহান ভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তিযোগের মাধ্যমে দর্শন করে থাকেন। জীবের অস্তিত্ব নির্মল ও শুদ্ধ করার সেটিই হল একমাত্র পন্থা।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই কেবল যথাযথভাবে ভগবানকে জানা যায়। তাই এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে জড় কলুষ থেকে তাঁদের মনকে নির্মল করতে সক্ষম হয়েছেন যে সমস্ত মহান ভক্ত, তাঁরাই কেবল ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা ভগবানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। *জিতেন্দ্রিয়* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি পূর্ণরূপে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছেন।

ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে দেহের সক্রিয় অংশ, এবং তাদের কার্যকলাপ কখনই বন্ধ করা যায় না। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য যোগের কৃত্রিম পন্থা বিশ্বামিত্র মুনির মতো মহান যোগীর বেলায়ও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বামিত্র মুনি যৌগিক সমাধির দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছিলেন, কিন্তু স্বর্গের অপ্সরা মেনকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি যৌন বাসনার শিকার হন, এবং কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয় দমন করার সাধনা ব্যর্থ হয়। শুদ্ধ ভক্তরা কিন্তু এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা সৎ কার্যকলাপে সেগুলিকে নিযুক্ত করেন। ইন্দ্রিয়গুলি যখন অধিকতর আর্কষণীয় কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তখন নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রেষ্ঠ কার্যকলাপে যুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা যায়। ভগবদ্ভক্তিতে অপরিহার্যরূপে ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করতে হয় অথবা ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হয়। ভগবদ্ভক্তি কোন নিষ্ক্রিয় হওয়ার পন্থা নয়। ভগবানের সেবার জন্য যা কিছুই করা হয়, তা তৎক্ষণাৎ জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়। অজ্ঞানতার ফলেই জড় ধারণার প্রকাশ হয়। বাসুদেবের অতীত আর কিছু নেই। দীর্ঘকাল জ্ঞানের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সংযম করার পর জ্ঞানীদের হৃদয়ে ধীরে ধীরে বাসুদেবের অনুভূতি জাগরিত হয়। কিন্তু এই প্রথার শেষ হয় বাসুদেবকে সব কিছু বলে জানার মাধ্যমে। ভগবদ্ভক্তির শুরুতেই সে কথা স্বীকার করা হয়, এবং ভগবান কৃপাপূর্বক ভক্তের হৃদয় থেকে নির্দেশ দেওয়ার ফলে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান তার কাছে প্রকাশিত হয়। তাই ভক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করাই সরলতম এবং একমাত্র পন্থা।

শ্লোক ২৪

স বা অয়ং সখ্যনুগীতসৎকথো
বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ ।
য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া
সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে ॥ ২৪ ॥

সঃ—তিনি; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—এই; **সখি**—হে সখি; **অনুগীত**—বর্ণিত; **সৎ-কথঃ**—অপূর্ব লীলা; **বেদেষু**—বৈদিক শাস্ত্রে; **গুহ্যেষু**—গূঢ়ভাবে; **চ**—ও; **গুহ্যব-আদিভি**—অন্তরঙ্গ ভক্তদের দ্বারা; **যঃ**—যিনি; **একঃ**—একমাত্র; **ঈশঃ**—পরম

নিয়ন্তা; **জগৎ**—সমগ্র সৃষ্টির; **আত্ম**—পরমাত্মা; **লীলয়া**—তাঁর লীলা প্রকট করে; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অবতি-অত্তি**—পালন করেন এবং বিনাশ করেন; **ন**—না; **তত্র**—সেখানে; **সজ্জতে**—লিপ্ত হন।

অনুবাদ

হে সখি, ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর আকর্ষণীয় ও গুহ্য লীলাসমূহ বৈদিক শাস্ত্রের অতি প্রচ্ছন্ন অংশগুলিতে তাঁর মহান্ ভক্তগণের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। ইনিই সেই একমাত্র পুরুষ যিনি এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, এবং প্রলয়কার্য সাধন করে থাকেন, এবং তা সত্ত্বেও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করছে। এখানে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* ও তা প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্যাস, নারদ, শুকদেব গোস্বামী, কুমার, কপিল, প্রহ্লাদ, জনক, বলি এবং যমরাজের মতো ভগবানের বহু মহান্ ভক্ত এবং শক্ত্যাবিষ্ট অবতারদের দ্বারা বহু শাখা এবং উপশাখায় বেদের বিস্তার হয়েছে, কিন্তু ভগবানের কার্যকলাপের গুহ্যতম অংশগুলি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত শুকদেব গোস্বামীর দ্বারা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। *বেদান্ত-সূত্র* অথবা *উপনিষদে* তাঁর লীলার গোপনীয় অংশগুলির ইঙ্গিত মাত্র কেবল দেওয়া হয়েছে। *উপনিষদ* আদি বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবান জড়াতীত। তিনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় হওয়ার ফলে তাঁর রূপ, নাম, গুণ, পরিকর, ইত্যাদি সব কিছুই জড় থেকে ভিন্ন, তাই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কখনও কখনও তাঁকে নির্বিশেষ বলে ভুল করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান, এবং তাঁর আংশিক প্রকাশ হচ্ছে পরমাত্মা বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম।

শ্লোক ২৫

যদা হ্যধর্মেণ তমোধিয়ো নৃপা
জীবন্তি তত্রৈষ হি সত্ত্বতঃ কিল।
ধত্তে ভগং সত্যমৃতং দয়াং যশো
ভবায় রূপাণি দধদ্যুগে যুগে ॥ ২৫ ॥

যদা—যখন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অধর্মেণ**—অধর্মের দ্বারা; **তমোঃ-ধিয়ঃ**—তমোগুণে আচ্ছন্ন মানুষদের; **নৃপাঃ**—নরপতিগণ; **জীবন্তি**—পশুর মতো জীবন-যাপন করে; **তত্র**—সেখানে; **এষঃ**—তিনি; **হি**—কেবল; **সত্ত্বতঃ**—অপ্রাকৃত; **কিল**—অবশ্যই; **ধত্তে**—প্রকাশ করেন; **ভগম্**—পরম ঐশ্বর্য; **সত্যম্**—সত্য; **ঋতম্**—যথার্থতা; **দয়াম্**—কৃপা; **যশঃ**—অদ্ভুত কর্ম; **ভবায়**—পালন করার জন্য; **রূপাণি**—বিভিন্ন রূপে; **দধৎ**—অবতরণ করেন; **যুগে যুগে**—বিভিন্ন যুগে।

অনুবাদ

যখনই রাজা ও শাসকবৃন্দ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অধর্ম আচরণপূর্বক পশুর মতো জীবন যাপন করে, তখন এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁর অপ্রাকৃত রূপে বিভিন্ন যুগে প্রকটিত হয়ে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা পরমসত্যতা বিশ্বস্তজনের প্রতি বিশেষ কৃপা এবং অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন আদি লীলা-বিক্রম প্রকাশ করে থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে নিখিল সৃষ্টি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। এটিই *ঈশোপনিষদের* মূল দর্শন—সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। অতএব অবৈধভাবে সেই সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা কারোরই উচিত নয়। কৃপাপূর্বক ভগবান যা কিছু দিয়েছেন তাই কেবল গ্রহণ করা উচিত। অতএব, এই পৃথিবী কিংবা অন্যান্য গ্রহ বা ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র ভগবানেরই সম্পত্তি। সমস্ত জীবেরা অবশ্যই তাঁর বিভিন্ন অংশ বা সন্তান, এবং তার ফলে তাদের সকলেরই তাদের নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করার অধিকার রয়েছে। তাই ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কখনই অন্য কোন ব্যক্তির অথবা অন্য কোন প্রাণীর অধিকারে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে সব কিছু যাতে পরিচালিত হয়, তা দেখাশোনা করার জন্য রাজা বা প্রশাসক হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। তাই তার মহারাজ যুধিষ্ঠির অথবা পরীক্ষিতের মতো মাননীয় ব্যক্তি হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এই প্রকার রাজারা মহাজনদের কাছ থেকে পৃথিবী শাসন করার জ্ঞান এবং অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু কখনও কখনও, জড়া প্রকৃতির সবচাইতে নিকৃষ্ট তমোগুণের প্রভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিরাই রাজা অথবা প্রশাসকের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, এবং এই প্রকার মূর্খ প্রশাসকেরা ব্যক্তিগত স্বার্থে পশুদের মতো জীবন যাপন করে। তার ফলে সমস্ত পরিবেশ অরাজকতা এবং জঘন্য কার্যকলাপে পূর্ণ হয়ে দূষিত হয়। স্বজনপোষণ, ঘুষ,

প্রতারণা, কলহ ইত্যাদিতে পরিবেশ পূর্ণ হয়ে ওঠে; এবং তাই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদি দুর্যোগে মানব সমাজ পূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন ভগবদ্ভক্ত এবং শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের সর্বতোভাবে নির্যাতন করা হয়। এই সমস্ত লক্ষণগুলি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য এবং কুশাসকদের বিনাশ করার জন্য ভগবানের অবতরণের কাল সূচিত করে। সে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও* প্রতিপন্ন হয়েছে।

তখন ভগবান সম্পূর্ণরূপে জড় গুণের অতীত তাঁর চিন্ময় রূপে আবির্ভূত হন। তাঁর সৃষ্টিকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার জন্য তিনি অবতরণ করেন। স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি গ্রহলোকের সমস্ত প্রাণীকে ভগবান প্রয়োজনীয় সব কিছু প্রদান করেছেন। তারা শাস্ত্রোল্লিখিত বিধিনিষেধগুলি অনুসরণ করে এবং পূর্বনির্ধারিত বৃত্তি সম্পাদন করে অবশেষে মুক্তি লাভ করতে পারে। নিত্যবদ্ধ জীবদের ভ্রান্ত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক যেমন একটি দুরন্ত বালককে খেলনা নিয়ে খেলতে দেওয়া হয়। তা না হলে এই জড় জগতের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন তারা জড় বিজ্ঞানের প্রভাবে লব্ধ ক্ষমতার দ্বারা উন্মত্ত হয়ে ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত অবৈধভাবে এই জগতকে কেবল তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য শোষণ করে, তখন সেই সমস্ত বিদ্রোহী মানুষদের দণ্ড দান করার জন্য এবং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য ভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয়।

ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পরম অধিকার প্রমাণ করার জন্য তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন এবং রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস আদি জড়বাদীরা যথেষ্টভাবে দণ্ডিত হয়। তিনি এমনভাবে আচরণ করেন যা কেউ কখনও অনুকরণ করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভগবান যখন রামরূপে অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি সাগরের বুকে সেতু বন্ধন করেছিলেন। তিনি যখন কৃষ্ণরূপে অবতরণ করেছিলেন, তখন তাঁর শৈশব থেকেই পুতনা, অঘাসুর, শকটাসুর, কালিয় ইত্যাদি অসুর এবং অবশেষে তাঁর মাতুল কংসকে বধ করে তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি যখন দ্বারকায় ছিলেন, তখন তিনি ষোল হাজার একশ' আটজন মহিষীকে বিবাহ করেছিলেন। যদুবংশ নামে পরিচিত তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ, এবং তিনি জীবিত থাকাকালেই তাঁদের সকলকে তিনি বিনাশ করেছিলেন। তিনি গোবর্ধনধারী হরি নামে পরিচিত, কেননা সাত বছর বয়সেই তিনি গোবর্ধন নামক পর্বত ধারণ করেছিলেন। তিনি তখনকার দিনের বহু অবাঞ্ছিত রাজাদের সংহার করেছিলেন, এবং একজন ক্ষত্রিয়রূপে বীরত্বপূর্বক যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি অসমোর্ধ্ব নামে বিখ্যাত; কেননা কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

শ্লোক ২৬

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-
মহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্ ।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ
স্বজন্মনা চঙক্রমণেন চাঞ্চতি ॥ ২৬ ॥

অহো—হায়; **অলম্**—নিশ্চয়ই; **শ্লাঘ্য-তমম্**—পরম গৌরবান্বিত; **যদোঃ**—যদুরাজার; **কুলম্**—কুল বা বংশ; **অহো**—আহা; **অলম্**—নিশ্চিতভাবে; **পুণ্য-তমম্**—সবচাইতে পবিত্র; **মধোঃ বনম্**—মথুরা; **যৎ**—যেহেতু; **এষঃ**—এই; **পুংসাম্ ঋষভঃ**—পুরুষোত্তম; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতিঃ**—পতি; **স্ব-জন্মনা**—তাঁর আবির্ভাবের দ্বারা; **চঙক্রমণেন**—পদচারণা করেছিলেন; **চ-অঞ্চতি**—মহিমান্বিত করেছিলেন।

অনুবাদ

আহা, যদুবংশ পরম মহিমায় মহিমান্বিত এবং মথুরা সবচাইতে পুণ্যময় কেননা এই পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি শ্রীহরি স্বয়ং যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শৈশবে মথুরায় বিহার করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য আবির্ভাব, তিরোভাব এবং কার্যকলাপের বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। ভগবান কোন বিশেষ পরিবারে অথবা বিশেষ স্থানে তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হন। তিনি বদ্ধ জীবের মতো এক শরীর ত্যাগ করে আর এক শরীরে জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁর জন্ম সূর্যের উদয় এবং অস্তের মতো। সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পূর্ব দিগন্ত হচ্ছে সূর্যের জনক। সৌরমণ্ডলের সর্বত্র সূর্য বিরাজমান, কিন্তু তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমনই আর একটি নির্দিষ্ট সময়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভগবানও ঠিক তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডে সূর্যের মতো আবির্ভূত হয়ে আর একটি সময়ে আমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়ে যান। তিনি সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান, কিন্তু তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি যখন আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন আমরা বিনা বিচারে মনে করে থাকি যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ যখন শাস্ত্রের বর্ণনার

ভিত্তিতে ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাবের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তিনি তাঁর বর্তমান শরীর ত্যাগের পর অবশ্যই মুক্তিলাভ করবেন। বহু জন্ম ধরে ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের অনুশীলনের ফলে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু ভগবানের দিব্য জন্ম এবং কার্যকলাপের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমেই কেবল তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করা যায়। সে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু যারা অজ্ঞানের অন্ধকারে রয়েছে, তারা মনে করে যে জড় জগতে ভগবানের জন্ম ও কার্যকলাপ সাধারণ জীবের জন্ম ও কর্মের মতো। যারা এই প্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত, তারা কখনই মুক্তিলাভ করতে পারে না। তাই রাজা বসুদেবের পুত্ররূপে যদুরাজবংশে তাঁর জন্ম ও মথুরামণ্ডলে নন্দ মহারাজের গৃহে তাঁর স্থানান্তর, সবই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির অপ্রাকৃত আয়োজন। যদুবংশের এবং মথুরামণ্ডলের অধিবাসীদের সৌভাগ্য কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। যদি কেবল ভগবানের জন্ম এবং কর্মের দিব্য প্রকৃতি তত্ত্বত জানার ফলেই অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যায়, তা হলে আমরা কল্পনা করতে পারি যারা ভগবানের পরিবারের সদস্য অথবা প্রতিবেশীরূপে বাস্তবিকভাবে তাঁর সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন তাঁদের সৌভাগ্য কি রকম ছিল। যাঁরা লক্ষ্মীপতি ভগবানের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এমন কিছু লাভ করেছিলেন যা মুক্তিরও অতীত। তাই সেই বংশ এবং সেই ভূমি ভগবানের কৃপায় অবশ্যই নিত্য মহিমান্বিত।

শ্লোক ২৭

অহো বত স্বর্যশসস্তিরস্করী
কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।
পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং
স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎপ্রজাঃ ॥ ২৭ ॥

অহো বত—কী আশ্চর্য; **স্ব-যশসঃ**—স্বর্গের মহিমা; **তিরস্করী**—তিরস্কার বা পরাভূতকারী; **কুশস্থলী**—দ্বারকা; **পুণ্য**—পুণ্য; **যশস্করী**—প্রসিদ্ধ; **ভুবঃ**—পৃথিবীতে; **পশ্যন্তি**—দেখে; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **যৎ**—যা; **অনুগ্রহ-ইষিতম্**—অনুগ্রহ দান করার জন্য; **স্মিত-অবলোকম্**—মধুর হাস্য সমন্বিত কৃপাদৃষ্টি; **স্ব-পতিম্**—জীবাত্মার আত্মা (শ্রীকৃষ্ণ); **স্ম**—করতেন; **যৎ-প্রজাঃ**—সেই স্থানের অধিবাসীরা।

অনুবাদ

নিঃসন্দেহে এটি পরম আশ্চর্যের বিষয় যে দ্বারকা স্বর্গের মহিমাকেও লাঞ্ছিত করেছে এবং পৃথিবীর পুণ্য প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি করেছে। দ্বারকাবাসীরা সর্বদাই সমস্ত জীবাত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রেমময় রূপ-বৈশিষ্ট্যে দর্শন করছেন। তিনি মধুর হাস্যময় কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাঁদের অনুগৃহীত করছেন।

তাৎপর্য

স্বর্গলোকে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু আদি দেবতারা বাস করেন, এবং পুণ্যবান ব্যক্তিরা পৃথিবীতে বহু পুণ্য কর্ম করার পর সেখানে যেতে পারেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করে যে উচ্চতর লোকে সময়ের বিচার এই পৃথিবী থেকে ভিন্ন। তেমনই শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে সেখানে মানুষের আয়ু দশ হাজার বছর (আমাদের গণনা অনুসারে)। পৃথিবীর ছয় মাস স্বর্গের একদিনের সমান। তেমনই সেখানে সুখ উপভোগের সুযোগ-সুবিধাও অনেক উন্নত এবং সেখানকার অধিবাসীদের সৌন্দর্য অতুলনীয়। পৃথিবীর সাধারণ মানুষেরা স্বর্গলোকে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী, কেননা তারা শুনেছে যে সেখানকার সুখ-সুবিধা পৃথিবীর থেকে অনেক অনেক বেশি। তারা এখন অন্তরীক্ষ যানে চড়ে চন্দ্রলোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এই সমস্ত কিছু বিচার করে বোঝা যায় যে স্বর্গলোক পৃথিবী থেকে অনেক বেশি বিখ্যাত। কিন্তু দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ একজন রাজারূপে রাজ্য শাসন করার জন্য সেই স্বর্গের খ্যাতি পৃথিবীর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তিনটি স্থান, যথা বৃন্দাবন, মথুরা এবং দ্বারকা এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানগুলি থেকে অধিক মহত্ত্বপূর্ণ। এই সমস্ত স্থানগুলি সর্বদা পবিত্র, কেননা যখনই ভগবান অবতরণ করেন তখন তিনি এই তিনটি স্থানে দিব্যলীলা প্রদর্শন করেন। এগুলি হচ্ছে ভগবানের নিত্য ধাম, এবং যদিও ভগবান এখন অপ্রকট হয়েছেন, তথাপি পৃথিবীর অধিবাসীরা এই ধামগুলির উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন। ভগবান সমস্ত জীবের আত্মা, এবং তিনি সব সময় চান যে, সমস্ত জীব যেন তাদের স্বরূপে অবস্থিত হয়ে তাঁর অপ্রাকৃত লীলায় অংশগ্রহণ করে তাঁর সান্নিধ্যে থাকে। তাঁর আকর্ষণীয় রূপ এবং মধুর হাস্য সকলের হৃদয়কে এমনই গভীরভাবে প্রভাবিত করে যে, একবার তা হৃদয়ঙ্গম করার পর জীব ভগবানের ধামে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে সে আর কখনও এখানে ফিরে আসে না। এই তত্ত্ব *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে।

জড় সুখভোগের উন্নততর সুযোগ-সুবিধার জন্য স্বর্গলোক প্রসিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* (৯/২০-২১) থেকে আমরা জানতে পারি যে, অর্জিত পুণ্য

শেষ হয়ে গেলে মানুষকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। দ্বারকা নিশ্চিতভাবে স্বর্গ থেকে অধিক মহত্ত্বপূর্ণ, কেননা ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিপাতের দ্বারা যাঁরা একবার অনুগৃহীত হয়েছেন, তাঁরা আর কখনো এই দূষিত পৃথিবীতে ফিরে আসেন না, যার সম্বন্ধে ভগবান নিজেই বলেছেন যে এটি হচ্ছে দুঃখভোগের স্থান। কেবল এই পৃথিবীই নয়, ব্রহ্মাণ্ডের সব কটি লোকই হচ্ছে দুঃখের আলয়, কেননা এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন লোকেই নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবন লাভ করা যায় না। যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের উপরোক্ত এই তিনটি স্থানে যথা দ্বারকা, মথুরা এবং বৃন্দাবনে বাস করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই তিনটি স্থানে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফল বিবর্ধিত হয়, তাই যাঁরা সেখানে শাস্ত্র নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করতে যান, তাঁরা অবশ্যই সেই ফলই লাভ করেন যা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত থাকার সময় লাভ হত। তাঁর ধাম এবং তিনি স্বয়ং অভিন্ন, এবং এখনও কোন শুদ্ধ ভক্ত অন্য কোন শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় সেই সমস্ত ফল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২৮

নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ
সমর্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহু-
র্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সম্মুমুহুর্যদাশয়াঃ ॥ ২৮ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে পূর্বজন্মে; **ব্রত**—ব্রত; **স্নান**—পবিত্র তীর্থে স্নান; **হুত**—হোম; **আদিনা**—ইত্যাদির দ্বারা; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সমর্চিতঃ**—পূর্ণরূপে আরাধিত; **হি**—অবশ্য; **অস্য**—তাঁর; **গৃহীত-পাণিভিঃ**—বিবাহিতা পত্নীগণ; **পিবন্তি**—পান করেন; **যাঃ**—যাঁরা; **সখি**—হে সখিগণ; **অধর-অমৃতম্**—অধর সুধা; **মুহুঃ**—বার বার; **ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ**—ব্রজাঙ্গনাগণ; **সম্মুমুহুঃ**—মুহুর্মুহু মূর্ছাপ্রাপ্ত হতেন; **যৎ-আসয়াঃ**—সেইভাবে অনুকম্পা লাভের আশায়।

অনুবাদ

হে সখিগণ, তিনি যাঁদের পাণিগ্রহণ করেছেন, সেই সমস্ত গৃহিণীদের কথা একবার চিন্তা কর! তাঁর অধরোষ্ঠ থেকে এখন অহরহ (চুম্বনের মাধ্যমে) সুধা

আস্বাদনের জন্য নিশ্চিতভাবে পূর্বজন্মে তাঁরা কতই না ব্রত পালন, পূত স্নান, যজ্ঞহোমাদি, আর পরমেশ্বরের সম্যক্ আরাধনা করেছেন। ব্রজভূমির ললনাগণ শুধু তেমনই অনুকম্পার আশায় মুহুর্মুহু মূর্ছাপ্রাপ্ত হতেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে যে ধর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধজীবের জড় গুণাবলী পবিত্র করে তাদের ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় সেবা সম্পাদনের স্তরে উন্নীত করা। শুদ্ধ পারমার্থিক জীবনের এই অবস্থা লাভ করাই হচ্ছে সর্বোচ্চ সিদ্ধি, এবং এই অবস্থাকে বলা হয় *স্বরূপ* অথবা জীবের প্রকৃত পরিচয়। মুক্তির অর্থ হচ্ছে নতুন করে এই স্বরূপকে ফিরে পাওয়া। এই *স্বরূপ-সিদ্ধিতে* জীব প্রেমময়ী সেবার পাঁচটি স্তর প্রাপ্ত হয়, যার মধ্যে একটি হচ্ছে মাধুর্য রস। ভগবান সর্বদাই পূর্ণ, তাই তাঁর নিজের জন্য কোন বাসনা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রগাঢ় প্রেমকে সার্থক করার জন্য তাঁদের প্রভু, সখা, পুত্র অথবা পতিতে পরিণত হন। এখানে মাধুর্য রসের দুই প্রকার ভক্তের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের একটি হচ্ছে *স্বকীয়*, এবং অন্যটি *পরকীয়*। তাঁরা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মাধুর্য প্রেমে সম্পর্কিত। দ্বারকার মহিষীরা হচ্ছেন *স্বকীয়* অর্থাৎ বিবাহিতা পত্নী, কিন্তু ব্রজবালিকারা হচ্ছেন তাঁর অবিবাহিত অবস্থার বান্ধবী। ভগবান ষোল বছর বয়স পর্যন্ত বৃন্দাবনে ছিলেন এবং প্রতিবেশী বালিকাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল *পরকীয়* রসে। এই সমস্ত বালিকারা এবং মহিষীরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রত, স্নান এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করার মাধ্যমে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিই মানুষের লক্ষ্য নয়; এমনকি সকাম কর্ম, জ্ঞানের অনুশীলন অথবা যোগসিদ্ধি মানুষের উদ্দেশ্য নয়। সেগুলি হচ্ছে ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সেবা করার সর্বোচ্চ স্তর বা স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ার উপায়। প্রতিটি জীবই এই পাঁচটি রসের যে কোন একটিতে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং স্বরূপের শুদ্ধ চিন্ময় স্তরে সেই সম্পর্ক সব রকম ভৌতিক প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর পত্নীরা অথবা যুবতী প্রণয়িনীরা যে তাঁকে চুম্বন করেছিলেন, তাতে কোন রকম জড় জগতের বিকৃত গুণ নেই। তা যদি জড়জাগতিক হত, তা হলে শুকদেব গোস্বামীর মতো মুক্ত পুরুষেরা তা আস্বাদন করার চেষ্টা করতেন না, অথবা জড়জাগতিক জীবন ত্যাগ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতেন না। বহু জন্মের তপস্যার পর এই স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৯

যা বীর্যশুল্কেন হৃতাঃ স্বয়ংবরে
প্রমথ্য চৈদ্যপ্রমুখান্ হি শুষ্মিণঃ ।
প্রদ্যুম্নসাম্বাম্বসুতাদয়োঽপরা
যাশ্চাহৃতা ভৌমবধে সহস্রশঃ ॥ ২৯ ॥

যা—রমণী; **বীর্য**—শক্তি; **শুল্কেন**—মূল্য প্রদান করার মাধ্যমে; **হৃতাঃ**—বলপূর্বক হরণ করেছিলেন; **স্বয়ংবরে**—স্বয়ংবর সভায়; **প্রমথ্য**—পরাভূত করেছিলেন; **চৈদ্য**—চেদিরাজ শিশুপাল; **প্রমুখান্**—প্রমুখ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **শুষ্মিণঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **প্রদ্যুম্ন**—প্রদ্যুম্ন (শ্রীকৃষ্ণের পুত্র); **সাম্ব**—সাম্ব; **অম্ব**—অম্ব; **সুত-আদয়ঃ**—পুত্রগণ; **অপরাঃ**—অন্য রমণীগণ; **যাঃ**—যাঁরা; **চ**—ও; **আহৃতাঃ**—আহরণ করেছিলেন; **ভৌম-বধে**—ভৌমাসুরকে বধ করে; **সহস্রশঃ**—সহস্র-সহস্র।

অনুবাদ

প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, অম্ব, প্রমুখ সন্তানের জননী, রুক্মিণী, সত্যভামা এবং জাম্ববতীর মতো রমণীদের তিনি বলপূর্বক তাঁদের স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করেন এবং ভৌমাসুর ও তাঁর সহস্র-সহস্র সহচরকে নিহত করে পরে তিনি অন্যান্য মহিলাদেরও বলপূর্বক হরণ করেন। এই সব মহিলারা সকলেই মহিমান্বিত।

তাৎপর্য

পরাক্রমশালী রাজাদের অত্যন্ত গুণবতী কন্যাদের এক মুক্ত প্রতিযোগিতায় তাদের পতি মনোনয়ন করার স্বীকৃতি দেওয়া হত, এবং সেই অনুষ্ঠানকে বলা হত স্বয়ংবর সভা। যেহেতু স্বযংবর অনুষ্ঠানে প্রতিদ্বন্দ্বী বীর রাজকুমারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত, তাই রাজকুমারীর পিতা সেই সমস্ত রাজকুমারদের নিমন্ত্রণ করতেন, এবং তাদের মধ্যে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ হত। এই প্রকার যুদ্ধে কখনও কখনও যুদ্ধরত প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু হত এবং বিজয়ী রাজকুমার পুরস্কারস্বরূপ সেই রাজকন্যাকে লাভ করতেন, যার জন্য বহু রাজকুমার মৃত্যুবরণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণের পাটরাণী রুক্মিণীদেবী ছিলেন বিদর্ভের রাজার কন্যা। বিদর্ভরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাঁর অত্যন্ত গুণবতী এবং রূপবতী কন্যাকে সম্প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র চেয়েছিল যে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা রাজা শিশুপালের সঙ্গে যেন তাঁর পরিণয় হয়। অতএব, রুক্মিণীর স্বয়ংবর-সভায় মুক্ত

প্রতিযোগিতা হয়েছিল, এবং স্বাভাবিকভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অতুলনীয় শক্তির দ্বারা শিশুপাল এবং অন্যান্য রাজকুমারদের পরাভূত করে বিজয়ী হয়েছিলেন। রুক্মিণীর প্রদ্যুম্ন আদি দশটি পুত্র ছিল। এইভাবেই ভগবান তাঁর অন্যান্য সমস্ত রানীদের জয় করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভের ফলে অর্জিত সুন্দর পুরস্কারের বর্ণনা দশম স্কন্ধে পূর্ণরূপে বর্ণিত হবে। ভৌমাসুর তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন রাজার ষোল হাজার একশ' জন সুন্দরী কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে বন্দী করে রেখেছিল। এই সমস্ত বালিকারা মুক্তির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, এবং করুণাময় ভগবান তাঁদের ঐকান্তিক প্রার্থনার ফলে ভৌমাসুরকে যুদ্ধে বধ করে তাঁদের মুক্ত করেছিলেন। এই সমস্ত রাজকন্যাদের ভগবান তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, যদিও সামাজিক বিচারে তাঁরা সকলেই ছিলেন পতিতা। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত বালিকাদের বিনীত প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং রানীর মর্যাদা প্রদান করে তাঁদের বিবাহ করেছিলেন। এইভাবে দ্বারকায় ভগবানের ষোল হাজার একশ'আট জন মহিষী ছিলেন, এবং তাঁদের প্রত্যেকের মাধ্যমে তিনি দশটি সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। এই সমস্ত সন্তানেরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন, এবং তাঁদের পিতার মতো তাঁদেরও সম সংখ্যক সন্তান হয়েছিল। সর্বসমেত ভগবানের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল এক কোটি।

শ্লোক ৩০

এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং
নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্বতে।
যাসাং গৃহাৎপুষ্করলোচনঃ পতি-
র্ন জাত্বপৈত্যাহৃতিভির্হৃদি স্পৃশন্ ॥ ৩০ ॥

এতাঃ—এই সমস্ত রমণীগণ; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **স্ত্রীত্বম্**—নারীত্ব; **অপাস্তপেশলম্**—স্বাতন্ত্র্যহীন; **নিরস্ত**—বিহীন; **শৌচম্**—পবিত্রতা; **বত সাধু**—পবিত্রভাবে মহিমান্বিত হয়েছেন; **কুর্বতে**—করেন ; **যাসাম্**—যাদের; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **পুষ্কর-লোচনঃ**—কমল নয়ন; **পতিঃ**—পতি; **ন**—না; **জাতু**—কখনো; **অপৈতি**—নির্গমন করেন; **আহৃতিভিঃ**—আহরণ করে উপহার দিয়েছিলেন; **হৃদি**—হৃদয়ে; **স্পৃশন্**—আনন্দ দেওয়ার জন্য।

অনুবাদ

সেই সমস্ত নারীগণ নিতান্ত অপবিত্র ও স্বাতন্ত্র্যহীন হওয়া সত্ত্বেও পবিত্রভাবে মহিমান্বিত হয়েছেন। তাঁদের পতি কমললোচন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুমূল্য সামগ্রী আহরণ করে উপহারস্বরূপ প্রদানপূর্বক তাঁদের হৃদয়ের আনন্দ বর্ধন করেছেন এবং তাঁদের নিঃসঙ্গ রেখে কখনো তিনি গৃহ থেকে নির্গমন করেন না।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্ত হচ্ছেন শুদ্ধ আত্মা। যখনই ভক্ত ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, ভগবান তখন তাঁকে গ্রহণ করেন, এবং তার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যান। এই প্রকার ভক্তেরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। ভক্তের কোন শারীরিক অযোগ্যতা থাকে না, ঠিক যেমন নোংরা নর্দমার জল যখন গঙ্গায় এসে মেলে তখন গঙ্গার জলের সঙ্গে তার কোন গুণগত পার্থক্য থাকে না। স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা খুব একটা বুদ্ধিমান হয় না, এবং তাই তাদের পক্ষে ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অথবা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া কঠিন। তারা সাধারণত জড় বিষয়ের প্রতি অধিক আসক্ত। কিন্তু তাদের থেকেও নিকৃষ্ট হচ্ছে কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, কঙ্ক, যবন, খস ইত্যাদি। কিন্তু তারাও যদি যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়, তা হলে তারাও উদ্ধার লাভ করে। ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে উপাধিজনিত অযোগ্যতাগুলি দূর হয়ে যায়, এবং বিশুদ্ধ আত্মারূপে তারা ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করে।

ভৌমাসুর কর্তৃক অপহৃতা পতিতা কন্যারা ঐকান্তিকভাবে উদ্ধারের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তাঁদের ঐকান্তিক ভক্তির গুণে তাঁরা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়েছিলেন। তাই ভগবান তাঁদেরকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁদের জীবন এইভাবে ধন্য হয়েছিল। এই প্রকার পবিত্র মহিমা আরও অধিক মহিমান্বিত হয়েছিল, যখন ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত পতির মতো আচরণ করেছিলেন।

ভগবান নিরন্তর তাঁর ষোল হাজার একশ' আটজন পত্নীর সঙ্গে বাস করতেন। তিনি নিজেকে ষোল হাজার একশ' আট রূপে বিস্তার করেছিলেন, এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন আদিপুরুষ থেকে অভিন্ন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। শ্রুতিমন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবান বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। বহু পত্নীর পতিরূপে তিনি তাঁদের বহু মূল্যবান উপহারের দ্বারা প্রসন্ন করেছিলেন, এমন কি কখনও কখনও

তিনি অত্যন্ত কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই সমস্ত উপহার আহরণ করেছিলেন। তিনি স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে এসে তাঁর প্রধানা মহিষীদের অন্যতম সত্যভামার প্রাসাদে তা রোপণ করেছিলেন। অতএব কেউ যদি ভগবানকে তাঁর পতিরূপে পাওয়ার বাসনা করেন, তা হলে ভগবান তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করেন।

শ্লোক ৩১

এবংবিধা গদন্তীনাং স গিরঃ পুরযোষিতাম্ ।
নিরীক্ষণেনাভিনন্দন্ সস্মিতেন যযৌ হরিঃ ॥ ৩১ ॥

এবংবিধাঃ—এইভাবে; **গদন্তীনাম্**—এইভাবে তাঁর সম্বন্ধে কথোপকথনরতা; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **গিরঃ**—বাক্য; **পুরযোষিতাম্**—পুরনারীদের; **নিরীক্ষণেন**—নিরীক্ষণ দ্বারা; **অভিনন্দন্**—অভিনন্দন জানিয়ে; **স-স্মিতেন**—সহাস্য বদনে; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

রাজধানী হস্তিনাপুরের পুরনারীগণ যখন এইভাবে বাক্যালাপ করছিলেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি স্মিতহাস্যে তাঁদের শুভ অভিনন্দন গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের উপরে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক নগর পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

শ্লোক ৩২

অজাতশত্রুঃ পৃতনাং গোপীথায় মধুদ্বিষঃ ।
পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাৎপ্রাযুঙ্ক্ত চতুরঙ্গিণীম্ ॥ ৩২ ॥

অজাত-শত্রুঃ—মহারাজ যুধিষ্ঠির, যাঁর কোন শত্রু ছিল না; **পৃতনাম্**—সৈন্য; **গোপীথায়**—রক্ষা করার জন্য; **মধু-দ্বিষঃ**—মধু নামক দৈত্যের শত্রু (শ্রীকৃষ্ণ); **পরেভ্যঃ**—অন্য শত্রুদের থেকে; **শঙ্কিতঃ**—আশঙ্কায়; **স্নেহাৎ**—স্নেহের বশে; **প্রাযুঙ্ক্ত**—নিয়োজিত করেছিলেন; **চতুঃ-অঙ্গিণীম্**—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য সমন্বিত চার প্রকার রক্ষীবাহিনী।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু হলেও, অন্যান্য শত্রুদের হাতে মধু আদি অসুরদের শত্রু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনিষ্টের আশঙ্কায় তাঁর প্রতিরক্ষার জন্য এবং স্নেহবশেও তাঁর সাথে হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক সৈন্য সমন্বিত এক বিরাট চতুরঙ্গ-বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষের প্রতিরক্ষার স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে রথ এবং মনুষ্যসহ অশ্ব এবং হস্তী। অশ্ব এবং হস্তীদের পর্বত অথবা অরণ্য অথবা সমতল ভূমির যে কোন স্থানে যাওয়ার শিক্ষা দেওয়া হত। রথীরা তাদের শক্তিশালী বাণের দ্বারা, এমনকি আধুনিক যুগের আণবিক অস্ত্রের মতো শক্তিশালী ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারাও বহু ঘোড়া এবং হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারত। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভালভাবেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকলেরই সুহৃদ্ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তা সত্ত্বেও অসুরেরা স্বাভাবিকভাবে ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তাই তারা তাঁকে আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষীরূপে সর্ব প্রকার সৈন্যদের নিয়োগ করেছিলেন। প্রয়োজন হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অসুরদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমস্ত আয়োজন তিনি স্বীকার করেছিলেন, কেননা তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশ অমান্য করতে পারতেন না। ভগবান তাঁর দিব্য লীলায় তাঁর ভক্তের অধীন হওয়ার ভূমিকা অবলম্বন করেন, এবং তাই কখনো কখনো তিনি তাঁর তথাকথিত অসহায় বাল্যাবস্থায় যশোদা মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ স্বীকার করেন। সেটি হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা। ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে যে দিব্য আদান-প্রদান হয় তা কেবল দিব্য আনন্দ আস্বাদন করার জন্য, যার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের পর্যন্ত তুলনা হয় না।

শ্লোক ৩৩

অথ দূরাগতান্ শৌরিঃ কৌরবান্ বিরহাতুরান্ ।
সংনিবর্ত্য দৃঢ়ং স্নিগ্ধান্ প্রায়াৎস্বনগরীং প্রিয়ৈঃ ॥ ৩৩ ॥

অথ—তারপর; **দূরাগতান্**—বহুদূর অবধি সহগমনকারী; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **কৌরবান্**—কুরুবংশীয় পাণ্ডবেরা; **বিরহাতুরান্**—বিরহকাতর; **সন্নিবর্ত্য**—প্রত্যাবর্তন

করার জন্য বিনম্রভাবে প্ররোচিত করেছিলেন; **দৃঢ়ম্**—দৃঢ়; **স্নিগ্ধান্**—স্নেহপূর্ণ; **প্রায়াৎ**—অগ্রসর হয়েছিলেন; **স্ব-নগরীম্**—তাঁর নগরী (দ্বারকা) অভিমুখে; **প্রিয়ৈঃ**—অন্তরঙ্গ অনুগামীদের সঙ্গে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহের বশে বিচ্ছেদ-ব্যাকুল কুরুবংশীয় পাণ্ডবেরা বহুদূর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সহগমন করেছিলেন। তখন তাঁদের ফিরে যেতে রাজী করিয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ অনুগামীদের সঙ্গে স্বীয় দ্বারকাপুরীতে গমন করলেন।

শ্লোক ৩৪-৩৫

কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ সযামুনান্ ।
ব্রহ্মাবর্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ সারস্বতানথ ॥ ৩৪ ॥
মরুধন্বমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্ ।
আনর্তান্ ভার্গবোপাগাচ্ছ্রান্তবাহো মনাগ্বিভুঃ ॥ ৩৫ ॥

কুরু-জাঙ্গল—বর্তমান দিল্লীপ্রদেশ; **পাঞ্চালান্**—বর্তমান পাঞ্জাব প্রদেশের কিয়দংশ; **শূরসেনান্**—উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ; **স**—সহ; **যামুনান্**—যমুনা তীরবর্তী প্রদেশ; **ব্রহ্মাবর্তম্**—উত্তর প্রদেশের উত্তরাঞ্চল; **কুরুক্ষেত্রম্**—যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল; **মৎস্যান্**—মৎস্য প্রদেশ; **সারস্বতান্**—পাঞ্জাবের অংশ; **অথ**—ইত্যাদি; **মরু**—মরুভূমি রাজস্থান; **ধন্বম্**—মধ্যপ্রদেশ, যেখানে জল খুব কম; **অতিক্রম্য**—অতিক্রম করে; **সৌবীর**—সৌরাষ্ট্র; **আভীরয়োঃ**—গুজরাটের অংশ; **পরান্**—পশ্চিম দিক; **আনর্তান্**—দ্বারকাপ্রদেশ; **ভার্গব**—হে শৌনক; **উপাগাৎ**—প্রাপ্ত হয়ে; **শ্রান্ত**—ক্লান্তি; **বাহঃ**—অশ্ব; **মনাক্**—ঈষৎ; **বিভুঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে ভৃগুনন্দন শৌনক, তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তটবর্তী কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, শূরসেনা, ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্যা, সারস্বতা প্রদেশ এবং বারিহীন ও অল্প জলবিশিষ্ট মরুপ্রদেশ সমূহ ধীরে ধীরে অতিক্রম করে ঈষৎ পরিশ্রান্ত অবস্থায় অশ্ববাহিত হয়ে সৌভীর ও আভীর দেশের পশ্চিমবর্তী প্রদেশ দ্বারকায় অবশেষে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যে সমস্ত প্রদেশ অতিক্রম করেছিলেন তখনকার দিনে সেই সমস্ত প্রদেশ ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এখানে যে দিঙ্‌নির্ণয় করা হয়েছে তা থেকে সহজেই সূচিত হয় যে তিনি দিল্লী, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, সৌরাষ্ট্র এবং গুজরাট হয়ে অবশেষে তাঁর নিবাসস্থান দ্বারকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তখনকার সেই সমস্ত প্রদেশগুলির নাম এখন কি নাম হয়েছে সেই নিয়ে গবেষণা করে কোন লাভ নেই, কিন্তু এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে রাজস্থানের মরুভূমি এবং মধ্যপ্রদেশের মতো অল্প জলবিশিষ্ট স্থান পাঁচ হাজার বছর আগেও ছিল। নৃতত্ত্ববিদেরা যে বলে মরুভূমি-গুলির বিকাশ সম্প্রতি হয়েছে তা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনায় স্বীকৃত হয়নি। আমরা এই বিষয়টি ভূতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণার জন্য ছেড়ে দিতে পারি, কেননা পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডের ভূমির বিকাশের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। ভগবান যে কুরুপ্রদেশ থেকে তাঁর নিজের রাজ্য দ্বারকাধামে পৌঁছেছেন সেজন্য আমরা অত্যন্ত প্রসন্নতা অনুভব করছি। কুরুক্ষেত্র বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান, তাই যখন ভাষ্যকারেরা কুরুক্ষেত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তখন বোঝা যায় যে তারা এক-একটি মহামূর্খ।

শ্লোক ৩৬

তত্র তত্র হ তত্রত্যৈর্হরিঃ প্রত্যুদ্যতার্হণঃ ।
সায়ং ভেজে দিশং পশ্চাদ্‌গবিষ্ঠো গাং গতস্তদা ॥ ৩৬ ॥

তত্র তত্র—বিভিন্ন স্থানে; **হ**—হয়েছিল; **তত্রত্যৈঃ**—সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **প্রত্যুদ্যত-অর্হণঃ**—নিবেদিত উপহার-সামগ্রী এবং শ্রদ্ধার্ঘ; **সায়ম্**—সন্ধ্যাবেলায়; **ভেজে**—সেবা নিবেদন করে; **দিশম্**—দিক; **পশ্চাৎ**—পশ্চিমে; **গবিষ্ঠঃ**—আকাশের সূর্য; **গাম্**—সমুদ্রে; **গতঃ**—গত; **তদা**—তখন।

অনুবাদ

এই সমস্ত প্রদেশগুলির মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণকালে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, আরাধনা করেছিল এবং বিভিন্ন উপহার-সামগ্রী নিবেদন করেছিল। সন্ধ্যাবেলায় সকল স্থানেই পরমেশ্বর ভগবান সান্ধ্যকালীন ধর্মীয় কৃত্যসমূহ আচরণের জন্য তাঁর ভ্রমণ স্থগিত রাখতেন। পশ্চিম দিগন্তে সমুদ্রবক্ষে সূর্য অস্তমিত হলে নিয়মিতভাবেই তিনি এই বিধি পালন করতেন।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে যে ভগবান যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি নিয়মিতভাবে ধর্মীয় বিধি পালন করছিলেন। এক প্রকার দার্শনিক অনুমান রয়েছে যে, ভগবানও সকাম কর্মের বাধ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। তিনি কোন ভাল অথবা মন্দ কর্মের উপর নির্ভরশীল নন। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম তত্ত্ব, তাই তিনি যা করেন তা সবই সকলের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু যখন তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং পাপী অভক্তদের বিনাশ করার জন্য আচরণ করেন। যদিও তাঁর কোন কর্তব্যকর্ম নেই, তথাপি তিনি এমনভাবে আচরণ করেন যাতে অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে শিক্ষা দেওয়ার পন্থা; নিজে আচরণ করে অন্যদের শিক্ষা দিতে হয়; তা না হলে অন্ধের মতো কেউই কারও শিক্ষা গ্রহণ করবে না। তিনি নিজেই হচ্ছেন কর্মফলদাতা। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন। তিনি যদি তা না করতেন, তা হলে সাধারণ মানুষ বিপথগামী হত। কিন্তু উন্নত স্তরে, ভক্ত যখন ভগবানের দিব্য প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারেন, তখন তিনি তাঁকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেন না। ভগবানকে অনুকরণ করা কখনই সম্ভব নয়।

মানব সমাজে ভগবান সকলের করণীয় কর্তব্য সম্পাদন করেন, কিন্তু কখনও কখনও তিনি অসাধারণ কার্যও সম্পাদন করেন যা জীবের পক্ষে অনুকরণীয় নয়। এখানে যে তাঁর সান্ধ্য-বন্দনার বর্ণনা করা হয়েছে তা জীবের পক্ষে অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তিনি যে গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন অথবা গোপিকাদের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন, তা অনুকরণ করা সম্ভব নয়। কেউই সূর্যের অনুকরণ করতে পারে না, যা নোংরা স্থান থেকেও জল শোষণ করে নেয়। অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিরা এমন কিছু করতে পারেন যা সকলের জন্য কল্যাণপ্রদ, কিন্তু আমরা যদি তা অনুকরণ করার চেষ্টা করি, তা হলে আমাদের অন্তহীন বিপদে পড়তে হবে। অতএব, সমস্ত কর্ম আচরণে অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন, যিনি হচ্ছেন ভগবানের করুণার প্রকাশস্বরূপ সদ্ গুরুদেব। সর্বদা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন, এবং তা হলেই নিশ্চিতরূপে পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হওয়া যাবে।

ইতি "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।